দ্বাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণ ও গঙ্গাতীরে শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং নানাবিধ ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে।

নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক, পণ্ডিত, ভট্টাচার্যাদি---কেহই নিমাইর সহিত তর্কে জয় লাভ করিতে বা স্থির থাকিতে পারিতেন না। সশিষ্য নিমাই স্বরাট্ পুরুষের ন্যায় নগর ভ্রমণ করিতেন। একদিন পথে মুকুন্দের সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎকার হওয়ায় নিমাই মুকুন্দকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে তিনি যে মুকুন্দকে ছাড়িয়া দিবেন না,---এই কথাও জানান। নিমাইর কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই অধিকার আছে বিবেচনা করিয়া মুকুন্দ নিমাইকে অলঙ্কারশাস্ত্র-বিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা নিরুত্তর করিবার সঙ্কল্প করিলে নিমাই মুকুন্দের সমস্ত কবিত্ব সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া তাহাতে নানাবিধ আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করেন। মুকুন্দ নিমাইর অসীম-পাণ্ডিত্য-দর্শনে বিস্মিত হন এবং এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী পুরুষ যদি কৃষ্ণভক্ত হন, তাহা হইলে তিনি কখনও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িবেন না,---এরূপ বিচার করেন। আর একদিন গদাধর পণ্ডিতের সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইলে নিমাই গদাধরকে মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেন। গদাধর ন্যায়-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে প্রভুকে মুক্তির লক্ষণ বর্ণন করিলে প্রভু তাহাতে দোষ প্রদর্শন করেন। 'আত্যন্তিক-দুঃখনাশই মুক্তির লক্ষণ',---গদাধর এইরূপ উক্তি করিলে, সরস্বতীপতি মহাপ্রভু তাহা খণ্ডন করেন। প্রত্যহ অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরে পড়ুয়াগণের নিকট নিমাই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন।

বৈষ্ণবগণ প্রভুর অপূর্ব শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেন যে, এরূপ বিদ্বান্ পুরুষের কৃষ্ণভক্তি হইলে আজ সমস্তই সফল হইত। ভাগবতগণ 'নিমাইর কৃষ্ণে রতি হউক'---এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। কেহ বা শুদ্ধ-প্রেমস্বভাব নিবন্ধন 'নিমাইর কৃষ্ণভক্তি লাভ হউক'---এইরূপ আশীর্বাদাদিও করিতেন। শ্রীবাসাদি ভাগবতগণকে দেখিলেই নিমাই নমস্কার-লীলা প্রকাশ করিতেন এবং ভক্তাশীর্বাদ-ফলেই যে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়, তাহা স্বীয় আচরণ-দ্বারা প্রচার করিতেন। স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্তি ও যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন লোক প্রভুকে বিভিন্ন রূপে দর্শন করিতেন। যবনেও প্রভুকে দর্শন করিলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। নবদ্বীপে ভাগ্যবান্ মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে বসিয়া নিমাই পড়ুয়াগণকে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন।

একদিন প্রভু বায়ু-ব্যাধিচ্ছলে নিজ-প্রেমভক্তির বিকারসমূহ প্রকাশ করিলেন। শুদ্ধ-প্রেমস্বভাব বন্ধু-বান্ধবগণ যোগমায়ায় মোহিত হইয়া প্রভুর শিরে নানাবিধ পাক-তৈল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লীলাময় প্রভু কোন কোন দিন আস্ফালন ও হুঙ্কারের সহিত নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। ইচ্ছাময় প্রভু নিজ-ইচ্ছায় আবার স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করিলে চতুর্দিকে হরিধ্বনির সহিত আনন্দ-কোলাহল উঠিত। গৌরগতপ্রাণ নদীয়াবাসিগণ তখন সানন্দে দীন-দুঃখীকে বস্ত্রাদি দান করিতেন।

দ্বিপ্রহরকালে শিষ্যগণের সহিত গঙ্গায় জল-বিহারান্তে গৃহে আসিয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূজা, তুলসীকে জল প্রদান, তুলসীকে পরিক্রমা এবং তৎপরে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী-প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন। কিছুকাল যোগনিদ্রার প্রতি কৃপাকটাক্ষ

বর্ষণ করিয়া পুনরায় অধ্যাপনার্থ গমন করিতেন এবং নগরে আসিয়া নাগরিকগণের সহিত সহাস্য-সম্ভাষণ ও বিবিধ কৌতুক-বিলাসাদি করিতেন।

কোনদিন নিমাই তন্তুবায়গণের গৃহে উপস্থিত হইয়া বস্ত্র যাচ্ঞা করিয়া বিনা-মূল্যে তৎসমুদয় গ্রহণ করিতেন। কোনদিন বা নিমাই গোপ-গৃহে উপস্থিত হইয়া গোপগণকে দধি-দুগ্ধ আনিতে বলিতেন। গোপগণও প্রভুকে 'মামা' 'মামা' বলিয়া সম্ভাষণ ও নানাবিধ রহস্যাদি করিয়া বিনা-মূলে প্রচুর দধি-দুগ্ধাদি প্রদান করিতেন। প্রভুও পরিহাসচ্ছলে তাঁহাদের নিকট নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। কোনদিন বা গন্ধবণিকের গৃহ হইতে নানাবিধ দিব্য-গন্ধ, কোনদিন বা মালাকার-গৃহ হইতে নানাপ্রকার পুষ্প-মাল্য এবং কোনদিন বা তাম্বূলীর গৃহ হইতে তাম্বূলাদি বিনা-মূল্যে গ্রহণ করিয়া, প্রভু তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। সকলেই প্রভুর অনুপম-রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিনা-মূল্যেই প্রভুকে যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতেন। কোনদিন শঙ্খ-বণিকের গৃহে উপস্থিত হইলে বণিক্ গৌর-নারায়ণের হস্তে শঙ্খ প্রদান করিয়া প্রণাম করিতেন; তৎপরিবর্তে কোনরূপ মূল্যাদি চাহিতেন না।

একদিন প্রভু সর্বজ্ঞের গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সর্বজ্ঞ গণনা করিবার জন্য গোপাল-মন্ত্র জপ করিবা-মাত্র ধ্যানে বিবিধ ঈশ্বর-তত্ত্ব ও অদ্ভুত রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ অদ্ভুত রূপরাশি দর্শন করিতে করিতে সর্বজ্ঞ কখনও বা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সমীপবর্তী গৌরহরিকে দর্শন এবং পুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভগবন্মায়া-প্রভাবে তাঁহাকে কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, পরম-বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন,---বোধ হয়, কোন মহামন্ত্রবিৎ অথবা কোন দেবতা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিপ্ররূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

একদিন প্রভু শ্রীধরের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লক্ষ্মীকান্তের সেবা করিয়াও কেনই বা তাঁহার অন্ন-বস্ত্রের অভাব এবং জীর্ণশীর্ণ গৃহের দুরবস্থা; আর চণ্ডী-বিষহরির পূজা করিয়া কেনই বা সাধারণ লোকের সাংসারিক উন্নতি? তদুত্তরে শ্রীধর বলিলেন যে, রাজা রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া এবং উৎকৃষ্ট-দ্রব্য ভোজন করিয়াও যেরূপভাবে কাল কাটাইতেছেন, পক্ষিগণ বৃক্ষোপরি নীড়ে বাস করিয়া এবং নানা-স্থান হইতে সযত্নে আহৃত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ভোজন করিয়াও সমভাবেই কাল অতিবাহিত করিতেছে,---উভয়ের সুখভোগে কোন তারতম্য নাই,---সকলেই নিজ-নিজ কর্মফল ভোগ করিতেছেন। প্রভু শ্রীধরের সহিত রহস্যচ্ছলে ভক্তের মাহাত্ম্য উদ্ঘাটন করিলেন এবং শ্রীধরের নিকট হইতে প্রত্যহ বিনা-শুল্কে থোড়, কলা, মূলা প্রভৃতি আদায় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রভু পরিহাসচ্ছলে শ্রীধরের মাহাত্ম্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজ-তত্ত্বও প্রকাশ করিলেন। আপনাকে গোপ-বংশজ এবং গঙ্গাদি শক্তিরও ঈশ্বর বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন। অতঃপর প্রভু শ্রীধরের স্থান হইতে নিজ-গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পড়ুয়াগণও অধ্যয়নান্তে স্ব-স্ব-গৃহে গমন করিলেন।

একদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে প্রভুর বৃন্দাবনচন্দ্র-ভাবের উদ্দীপনা হইল এবং সেইভাবে অপূর্ব মুরলীধ্বনি করিতে লাগিলেন। একমাত্র আর্যা শচীদেবী ব্যতীত আর কেহই এই অপূর্ব মুরলীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। শচীদেবী ঐ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন,---নিমাই বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। শচীদেবী সেখানে আসিয়া আর সেই বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, পুত্রের বক্ষে সাক্ষাৎ চন্দ্র-মণ্ডল শোভা পাইতেছে। এইরূপে শচীদেবী প্রতিদিন গৌর-ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্যসমূহ দর্শন করিতেন।

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত পথি-মধ্যে প্রভুকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,---'নিমাই, তুমি এখনও কৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ না করিয়া কি-কার্যে বৃথা কাল কাটাইতেছ? রাত্রিদিন পড়িয়া বা পড়াইয়া তোমার কি লাভ হইবে? লোকে কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্যই পড়া-শুনা করে, যদি সেই কৃষ্ণভক্তিই না হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ফলা বিদ্যায় কি লাভ? অতএব আর বৃথা কাল নষ্ট করিও না; এতদিন ত' পড়া-শুনা করিলে, এখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণভজন আরম্ভ কর।' প্রভু স্বভক্তমুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন,---'পণ্ডিত! তুমি ভক্ত, তোমার কৃপায় আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণভজন হইবে।'

উপসংহারে প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-লীলা-কালে জন্মগ্রহণ না করায় ভক্তরাজ গ্রন্থকার দৈন্যোক্তিমুখে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন যে, তিনি সেই আনন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন বটে, তথাপি তিনি গৌরসুন্দরের কৃপা ভিক্ষা করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, প্রতি-জন্মে যেন তাঁহার হৃদয়ে অপ্রাকৃত গৌর-লীলা-স্মৃতি উদ্দীপ্ত থাকে; সপার্ষদ গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের সহিত যেখানে-যেখানে লীলা করেন, সেখানেই যেন গ্রন্থকার তাঁহাদের ভৃত্য হইয়া অবস্থান করেন,---ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় হউক প্রভুর যতেক অনুচর।।১।।

নিমাইর নিত্য গ্রন্থানুশীলন-লীলা—

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর।।২।।

কূটতর্কোত্থাপন-পূর্বক তৎকালীন অধ্যাপকবর্গকে তিরস্কার, সকলেরই তৎখণ্ডনে অসামর্থ্য—

যত অধ্যাপক, প্রভু চালেন সবারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোন জন নাহি ধরে।।৩।।

একমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রে পারঙ্গত হইয়াই বেদাদি-শাস্ত্রবিদ্গণকেও তুচ্ছবুদ্ধি—

ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান।।৪।।

শিষ্যগণ-সঙ্গে নগর-ভ্রমণ—

স্বানুভবানন্দে করে' নগর ভ্রমণ।
সংহতি পরম-ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ।।৫।।

দৈবাৎ একদিন পথিমধ্যে মুকুন্দ-সহ সাক্ষাৎকার—

দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন।
হস্তে ধরি' প্রভু তা'নে বোলেন বচন।।৬।।

নিজ-দর্শনে মুকুন্দকে তদীয় স্থানত্যাগ-কারণ ও স্বকৃত প্রশ্নের সদুত্তর-জিজ্ঞাসা—

''আমারে দেখিয়া তুমি কি-কার্যে পলাও?
আজি আমা' প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও?''৭।।

চতুর মুকুন্দের বৈয়াকরণ নিমাইকে অলঙ্কার-শাস্ত্রদ্বারা জিগীষা—

মনে ভাবে' মুকুন্দ,—''আজি জিনিমু কেমনে?
ইহান অভ্যাস সবে মাত্র ব্যাকরণে।।৮।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বিদ্যাপীঠ-নবদ্বীপ সকল অধ্যাপককেই শ্রীগৌরসুন্দর শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। কোনও অধ্যাপকই তাঁহার সহিত সমকক্ষ. হইতে বা তাঁহার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া সন্তোষ বিধান করিতে পারেন নাই।।৩।।

দর্শনশাস্ত্রকুশল মহাপণ্ডিত অধ্যাপকগণকে 'ভট্টাচার্য' বলে। কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই প্রভুর অধ্যয়ন ও অধ্যাপন-চর্চা থাকিলেও তিনি তাঁহাদিগের ন্যায় মহাপণ্ডিতকেও তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেন না।।৪।।

ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া 'অলঙ্কার'।
মোর সনে যেন গর্ব না করেন আর!''৯।।

নিমাই ও মুকুন্দের শাস্ত্র-বিচার; প্রভু-কর্তৃক মুকুন্দ-কৃত ব্যাখ্যা-খণ্ডন—

লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভু-সনে।
প্রভু খণ্ডে' যত অর্থ মুকুন্দ বাখানে।।১০।।

মুকুন্দ-কর্তৃক ব্যাকরণ-শাস্ত্র-গর্হণ—

মুকুন্দ বোলেন—''ব্যাকরণ শিশুশাস্ত্র।
বালকে সে ইহার বিচার করে মাত্র।।১১।।
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা' সনে।''
প্রভু কহে,—''বুঝ তোর যেবা লয় মনে।।''১২।।

নিমাইকে মুকুন্দের দুরূহ শ্লোকের অলঙ্কার-জিজ্ঞাসা—

বিষম-বিষম যত কবিত্ব-প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে 'অলঙ্কার'।।১৩।।

বিদ্যাবধূজীবন শাস্ত্রবিগ্রহ নিমাইর মুকুন্দ-পৃষ্ট শ্লোকের আলঙ্কারিক দোষ-প্রদর্শন—

সর্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি' দোষে' সব 'অলঙ্কার'।।১৪।।

নিমাই-প্রদর্শিত আক্ষেপ-সমর্থনে মুকুন্দের অসামর্থ্য—

মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলেন বচন।।১৫।।

মুকুন্দকে স্বগৃহে গ্রন্থানুশীলন-বিচারণান্তে পরদিবস বিচারার্থ শীঘ্র উপস্থিতি জন্য অনুরোধ—

''আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝিবাঙ, ঝাট আসিবারে চাহ।।''১৬।।

মুকুন্দের স্বগৃহ-গমন-পথে মনে মনে বিচার—

চলিলা মুকুন্দ লই' চরণের ধূলি।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী।।১৭।।

নিমাইর অলৌকিক পাণ্ডিত্যানুমান ও কৃষ্ণভক্তি-শ্রবণে মুকুন্দের নিরন্তর তৎসঙ্গসুখ-প্রার্থনা—

''মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা!
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা! ১৮।।
এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে।।''১৯।।

একদিন নিমাইর গদাধর-সহ সাক্ষাৎকার—

এইমতে বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ভ্রমিতে দেখেন আর দিনে গদাধর।।২০।।

'ন্যায়'-পাঠী গদাধরকে ন্যায়বিষয়ক প্রশ্নের সদুত্তর-প্রদানার্থ অনুরোধ—

হাসি' দুই হাতে প্রভু রাখিলা ধরিয়া।
''ন্যায় পড় তুমি, আমা' যাও প্রবোধিয়া।।''২১।।

গদাধরের সম্মতি ও নিমাইর প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা—

''জিজ্ঞাসহ'',—গদাধর বোলয়ে বচন।
প্রভু বোলে,—''কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ।।''২২।।

গদাধর-কৃত ব্যাখ্যায় নিমাইর আক্ষেপ—

শাস্ত্র-অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বোলেন,—''ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা।।''২৩।।

আত্যন্তিক-দুঃখনাশকেই 'মুক্তি' বলিয়া গদাধরের ব্যাখ্যান—

গদাধর বোলে,—''আত্যন্তিক-দুঃখ নাশ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ।।''২৪।।

প্রভুর বিষয়-জ্ঞানের অনুভব কেহই বিপর্যস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। প্রভু নিজ-স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া প্রতি নগরে-নগরে ভ্রমণ করিতেন। তৎকালে অনুগত মহাভাগ্যবান্ ছাত্রগণ প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন।।৫।।

প্রভু-কর্তৃক পথিমধ্যে ধৃত হইবা-মাত্র মুকুন্দ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, নিমাই তাঁহাকে ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ জ্ঞানেই সর্বদা অপদস্থ করেন; সুতরাং অলঙ্কারশাস্ত্রে যে নিমাইর অধিক ব্যুৎপত্তি নাই,—এই চিন্তা করিয়া মুকুন্দ অলঙ্কারের প্রশ্ন বা সমস্যা উত্থাপনপূর্বক নিমাইকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিবেন, মনে করিলেন। তাহা হইলেই অর্থাৎ অলঙ্কার-শাস্ত্রে নিমাইর জ্ঞানাভাব প্রদর্শিত হইলেই তিনি মুকুন্দের নিকট স্বীয় পাণ্ডিত্যের আর আস্ফালন বা অহঙ্কার করিতে কখনও সমর্থ হইবেন না।

ঠেকাইমু (ঠকাইমু?),—(ণিজন্ত), বিপদে বা ভ্রমে পাতিত, অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, বাধা প্রদান বা গতি রোধ, পরাভব অথবা 'জব্দ' করিব।।৯।।

বাচস্পতি নিমাইর পূর্বপক্ষীয় সমস্ত সিদ্ধান্ত-খণ্ডন—

নানারূপে দোষে' প্রভু সরস্বতী-পতি।
হেন নাহি তার্কিক, যে করিবেক স্থিতি।।২৫।।

নিমাইর সহিত বিচারে সকলেরই অক্ষমতা; গদাধরের ভীতি—

হেন জন নাহিক যে প্রভুসনে বোলে।
গদাধর ভাবে,—"আজি বর্তি পলাইলে!"২৬।।

গদাধরকে পরদিবস বিচারে আগমনার্থ অনুরোধ—

প্রভু বোলে,—"গদাধর, আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিবাঙ, তুমি আসিহ সত্বর।।"২৭।।

গদাধরের স্বগৃহাগমন; জিগীষু নিমাইর নগর-ভ্রমণ—

নমস্করি' গদাধর চলিলেন ঘরে।
ঠাকুর ভ্রমেণ সর্ব নগরে-নগরে।।২৮।।

নিমাইকে সকলেরই মহাপণ্ডিত-জ্ঞান ও সম্মান—

পরম-পণ্ডিত জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন দেখি' সম্ভ্রম অপার।।২৯।।

অপরাহ্ণে শিষ্যগণ-সঙ্গে গঙ্গাতটে উপবেশন—

বিকালে ঠাকুর সর্ব-পড়ুয়ার সঙ্গে।
গঙ্গাতীরে আসিয়া বৈসেন মহারঙ্গে।।৩০।।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীবন্দিত-চরণ গৌর-নারায়ণের অপ্রাকৃত রূপ-বর্ণন—

সিন্ধুসুতা-সেবিত প্রভুর কলেবর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর।।৩১।।

শিশুগণ-বেষ্টিত নিমাই পণ্ডিতের শাস্ত্র-ব্যাখ্যান—

চতুর্দিকে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ।
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন।।৩২।।

শ্রীগৌরসুন্দর সর্বশক্তিমান্ অবতারী পরমেশ্বর বলিয়া সকলশাস্ত্রেই তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অতুলনীয় ছিল। সুতরাং প্রভু মুকুন্দের জিজ্ঞাসিত সমস্ত কথাগুলিই আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।।১৪।।

বুঝিবাঙ,—বিচারদ্বারা তোমাকে পরীক্ষা করিব।।১৬।।

প্রভু সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত; এমন কোন শাস্ত্র নাই, যাহা পূর্বে প্রভুর অভ্যস্ত নাই,—অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শিতা তাঁহাতেই বর্তমান ছিল।।১৮।।

মুকুন্দ প্রভুর সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এইরূপ অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি কৃষ্ণভজনে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ অল্পক্ষণের জন্যও পরিত্যাগ করিয়া আমি আর অন্যত্র যাইব না।" জগতে পাণ্ডিত্য-প্রতিভা মনুষ্যকে উচ্চপদবীতে অতিশয় উন্নীত করায় বা অসাধারণ সম্মানে সম্মানিত করায় বটে, কিন্তু তাদৃশ পাণ্ডিত্যের সহিত যদি ভগবদ্ভক্তি কোন মহাত্মায় প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে উহা 'সোনায় সোহাগা' জানিতে হইবে। 'মূর্খ'-ভজনকারিগণ 'পণ্ডিত'-ভক্তের নিকট সর্বদা শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণে তাঁহাদের ভজনের সুষ্ঠুতা-লাভ ঘটিবে। সাত্বতভক্তিশাস্ত্র বা পরবিদ্যাকে সাধারণ ভোগপরা অপরাবিদ্যার সহিত সমজ্ঞান করিলে জীবের ভক্তি-বৃদ্ধি হয় না। 'সন্মুখরিতা ভাগবতী বার্তার শ্রবণই মূর্খভক্তগণের ভগবদ্ ভজনের একমাত্র সাহায্যকারী, নতুবা ভজনের প্রবৃত্তি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের ভজনচ্যুতি ঘটায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ সাধারণতঃ অত্যন্ত মূর্খ এবং আপনাদিগকে 'ভজনবিজ্ঞ' অভিমান করিয়া শাস্ত্রের সহিত বিরোধ করিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়েন এবং "সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য" প্রভৃতি মহাজনের মঙ্গলময়ী উক্তি হইতে দূরে অপসারিত হন।।১৯।।

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত নিমাইর নিকট তাঁহার পঠিত বিদ্যা ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন,—'তোমার এই ব্যাখ্যা ভাল হইল না।।"২৩।।

শ্রীগদাধর বলিলেন,—'আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তির লক্ষণ' বলিয়া সাংখ্যাদি শাস্ত্রে প্রকটিত আছে। সাংখ্য প্রবচন-সূত্র ১ম অঃ ১ম সূত্র—"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ"।।২৪।।

প্রভু—সাক্ষাৎ সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহ এবং ভারতীপতি; সুতরাং কেহই তাঁহার সহিত তর্কে তুল্য হইতে পারেন না। ন্যায়শাস্ত্রের লক্ষিত মুক্তি লক্ষণ যে নিতান্ত অকর্মণ্য এবং দোষযুক্ত-বিচারপূর্ণ, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমধ্বাচার্যপাদের

সায়ংকালে বৈষ্ণবগণের গঙ্গাতটে ইষ্টগোষ্ঠী—

বৈষ্ণবসকলে তবে সন্ধ্যাকাল হৈলে।
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাতীরে কুতূহলে।।৩৩।।

নিমাইর অতুল পাণ্ডিত্য-দর্শনে ভক্তগণের হর্ষ, কিন্তু স্বভজন-বিভজনের সঙ্গোপন-নিবন্ধন বিষাদ ও পরস্পর বিচার—

দূরে থাকি' প্রভুর ব্যাখ্যান সভে শুনে।
হরিষে-বিষাদ সভে ভাবে' মনে-মনে।।৩৪।।

কোন কোন ভক্তের কৃষ্ণভজনেই রূপ ও বিদ্যা-লাভের সার্থকতা-বর্ণন—

কেহ বোলে,—"হেন রূপ, হেন বিদ্যা যা'র।
না ভজিলে কৃষ্ণ, নহে কিছু উপকার।।"৩৫।।

নিমাইর ভয়ানক কূটপ্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় সকলেরই ভীতি ও অভিযোগ—

সবেই বোলেন,—"ভাই, উহানে দেখিয়া।
ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া।।"৩৬।।

শুল্ক বা কর-আদায়কারীর ন্যায় নিমাইর সকল ছাত্রকেই প্রশ্ন-মীমাংসার্থ অবরোধ—

কেহ বোলে,—"দেখা হৈলে না দেন এড়িয়া।
মহাদানী- প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া।।"৩৭।।

নিমাইকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ-জ্ঞান—

কেহ বোলে,—"ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী।
কোন মহাপুরুষ বা হয়,—হেন বাসি।।৩৮।।

কূটপ্রশ্নকারী হইলেও নিমাইর দর্শনে সকলের সুখ—

যদ্যপিহ নিরন্তর বাখানেন ফাঁকি।
তথাপি সন্তোষ বড় পাঙ ইঁহা দেখি'।।৩৯।।

অলৌকিক-পাণ্ডিত্য-সত্ত্বেও স্বভজন-বিভজনের সঙ্গোপন-হেতু ভক্তগণের দুঃখ—

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই।
কৃষ্ণ না ভজেন,—সবে এই দুঃখ পাই।।"৪০।।

নিমাইর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত ভক্তগণের পরস্পর-সমীপে তৎপ্রতি আশিস-প্রার্থনা—

অন্যোঽন্যে সবেই সাধেন সবা' প্রতি।
"সভে বল,—'ইহান হউক কৃষ্ণে রতি'।।"৪১।।

নিমাইর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত গঙ্গাতটে সকল বৈষ্ণবের আশীর্বাদ—

দণ্ডবৎ হই' সভে পড়িলা গঙ্গারে।
সর্ব-ভাগবত মেলি' আশীর্বাদ করে।।৪২।।

নিমাইর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত ভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা—

"হেন কর কৃষ্ণ,—জগন্নাথের নন্দন।
তো'র রসে মত্ত হউ, ছাড়ি' অন্য-মন।।৪৩।।
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ, কৃষ্ণ! দেহ' আমা' সবাকারে।।"৪৪।।

শ্রীবাসাদি ভক্ত-দর্শনে ভক্তপতি ভগবানের অভিবাদন-দ্বারা মর্যাদা-প্রদর্শন—

অন্তর্যামী প্রভু,—চিত্ত জানেন সবার।
শ্রীবাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার।।৪৫।।

ভগবানের ভক্তকৃত আশীর্বাদ-স্বীকার, ভক্তকৃত আশীর্বাদে কৃষ্ণভক্তির উদয়—

ভক্ত-আশীর্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
ভক্ত-আশীর্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়।।৪৬।।

লিখিত "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভং" বিচার প্রবর্তন করিয়া অনিত্য সুখ-দুঃখভোগকারী স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের অবস্থানের অনিত্যত্ব এবং জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি বা স্বরূপধর্ম কৃষ্ণভক্তিকেই মুক্তির লক্ষণে সংস্থাপিত করিলেন।।২৫।।

ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ নাই, যিনি প্রভুর সঙ্গে সম্মুখে তর্ক-বিচার করিতে বা কথাবার্তা বলিতে যোগ্য। গদাধরপণ্ডিত চিন্তা করিলেন,—"প্রভুর নিকট হইতে পলাইতে পারিলেই আমি রক্ষা পাই।"

বর্তি,—(সংস্কৃত বৃৎ-ধাতু হইতে), বর্তমান থাকি; এ-স্থলে বাঁচি, প্রাণে রক্ষা পাই।।২৬।।

নবদ্বীপ-নগরের সকল অধ্যাপককেই প্রভু স্বীয় অতুলপাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা পরাজিত করিয়া সকলের নিকটই পর-পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে 'পণ্ডিতাগ্রণী' বলিয়া সম্মান করিতে লাগিলেন।।২৯।।

কোন কোন ভক্তের নিমাইকে বিদ্যা-বিলাসে কালযাপনে নিবারণ—

কেহ কেহ সাক্ষাতেও প্রভু দেখি' বোলে।
"কি কার্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে?"৪৭।।

বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণে প্রপত্তিপূর্বক ভজনেই বা কৃষ্ণমতির উদয়েই শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বিদ্যার সফলত্ব; নচেৎ উহার বিফলত্ব-বর্ণন—

কেহ বোলে,—"হের দেখ, নিমাঞি-পণ্ডিত!
বিদ্যায় কি লাভ?—কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত।।৪৮।।
পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে?"৪৯।।

মানদ-ধর্মের আদর্শ নিমাইর স্বভক্তগণ-সমীপে কৃষ্ণভক্ত্যুপদেশ-প্রার্থনা—

হাসি' বোলে প্রভু,—"বড় ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তি সার।।৫০।।

জীবপ্রতি বৈষ্ণবের শুভ-কামনাতেই তৎ-সৌভাগ্যোদয়—

তুমি সব যা'র কর শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয়, সেই ভাগ্যবান্।।৫১।।

কিয়দ্দিবস আরও অধ্যাপনানন্তর শুদ্ধবৈষ্ণব-সমীপে নিমাইর গমনেচ্ছা-জ্ঞাপন—

কতদিন পড়াইয়া, মোর চিত্তে আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল-বৈষ্ণবের কাছে।।"৫২।।

ঘনিষ্ঠতা-সত্ত্বেও নিমাইকে ভক্তগণের ভগবদিচ্ছা-বশতঃ ভগবান্ বলিয়া অনুপলব্ধি—

এত বলি' হাসে প্রভু সেবকের সনে।
প্রভুর মায়ায় কেহ প্রভুরে না চিনে।।৫৩।।

সকলেরই সর্বচিত্তহর নিমাইর প্রতীক্ষা—

এইমত ঠাকুর সবার চিত্ত হরে'।
হেন নাহি, যে জনে অপেক্ষা নাহি করে।।৫৪।।

সিন্ধুসুতা,—সমুদ্র-মন্থন-কালে তদুদ্ভুতা শ্রীলক্ষ্মী-দেবী। ব্রহ্মসংহিতায় ২৯শ শ্লোকে—"লক্ষ্মীসহস্রশতসংভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"৩১।।

জগতে, সুন্দর রূপ বড়ই শ্লাঘার বিষয় এবং পাণ্ডিত্যও তাহাই। কিন্তু কি রূপবান্, কি পণ্ডিতগণ,—কেহই যদি কৃষ্ণভজন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তাদৃশ রূপ বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা বা জগৎ কেহই যথার্থভাবে উপকৃত হন না।।৩৫।।

মহাদানী-প্রায়,—উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রাজকর, রাজস্ব, শুল্ক বা 'খাজনা'-সংগ্রহকারী ব্যক্তির ন্যায়।।৩৭।।

নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, জগন্নাথমিশ্র-তনয় নিমাই পণ্ডিত যেন অন্য সমস্ত চেষ্টা ছাড়িয়া কৃষ্ণভজনেই রত হয়েন। জগতে পাণ্ডিত্যাদি-বিষয়ে নিমাইপণ্ডিত যে-প্রকার সর্বোত্তম উন্নত-পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিষয়েও তিনি তাদৃশী অলৌকিকী চেষ্টা সুষ্ঠুরূপে বিধান বা প্রকাশ করুন।।৪৩।।

সমগ্র চতুর্দশ-ভুবনের একমাত্র একচ্ছত্র পতি হইয়াও প্রভু স্বীয় ভক্তের আশীর্বাদ নিজ-শিরে ধারণ করিতেন। ভগবদ্ভক্তে আশীর্বাদ-শক্তি এতাদৃশী প্রবলা যে, তদ্দ্বারা বহির্মুখ-জীবেরও সেবোন্মুখতা-ক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগ প্রকটিত হয়।।৪৬।।

কৃষ্ণভক্তি বা ভক্তিলাভই সকল বিদ্যার বা পাণ্ডিত্যের চরমসীমা। কৃষ্ণভক্তিলাভই যদি না হয়, তাহা হইলে পাণ্ডিত্যদির অর্জন-চেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। যে বিদ্যা কৃষ্ণ-মতির উদয় না করায়, তদ্দ্বারা কেবলমাত্র জড়-মোহই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর তৎকৃত কল্যাণকল্পতরু'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা।। (চৈঃ চঃ ম ৮ম পঃ ২৪শ সংখ্যায়—) "প্রভু কহে,—' কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?' রায় কহে,—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর'।।"৪৯।।

প্রভু বলিলেন,—'কিছুকাল এইরূপভাবে বিদ্যার অনুশীলন করিয়া পরে কোন মহাভাগবত ' বৈষ্ণবের নিকট হইতে পরজগতের কথা বুঝিয়া লইয়া তদনুবর্তী হইব অর্থাৎ প্রথমে বিদ্যায় পারঙ্গত হইয়া পরে আমার শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম যাজন করিবার ইচ্ছা আছে।।"৫২।।

নিমাইর কখনও গঙ্গা-তটে, কখনও নগরে ভ্রমণ—

এইমত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গাতীরে।
কখন ভ্রমেন প্রতি নগরে নগরে।।৫৫।।

পৌরজনগণের নিমাইকে দর্শন-মাত্র অভ্যর্থনা—

প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরিয়াগণ।
পরম আদর করি' বন্দেন চরণ।।৫৬।।

অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে গৌণরস বা রসাভাস-মূলক অক্ষজ-দর্শনে স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্ত্যনুসারে দ্রষ্টার দৃগ্‌ভেদে একই অদ্বয়জ্ঞান গৌর-কৃষ্ণের নানা প্রতীতি বা প্রাকৃত দর্শন—

নারীগণ দেখি' বোলে,—''এই ত' মদন।
স্ত্রীলোকে পাউক জন্মে জন্মে হেন ধন।।''৫৭।।

পণ্ডিত ও বৃদ্ধের দর্শন—

পণ্ডিতে দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।
বৃদ্ধ-আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম।।৫৮।।

যোগী ও অসুরের দর্শন—

যোগিগণে দেখে,—যেন সিদ্ধ-কলেবর।
দুষ্টগণে দেখে,—যেন মহা-ভয়ঙ্কর।।৫৯।।

গৌর-কৃষ্ণের আকর্ষণ-সম্ভাষণ-ফলে আকৃষ্টের বশ্যতা-স্বীকার—

দিবসেকো যা'রে প্রভু করেন সন্তোষ।
বন্দিপ্রায় হয় যেন, পরে' প্রেম-ফাঁস।।৬০।।

বিদ্যাবিলাস-গর্বভরে নিমাইর উক্তিতেও সকলের সন্তোষ—

বিদ্যারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার।
শুনেন, তথাপি প্রীতি প্রভুরে সবার।।৬১।।

সাক্ষাৎ পরমাত্মস্বরূপ সর্বজীব-দয়ালু গৌর-কৃষ্ণে আকৃষ্টজনের জাতি-নির্বিশেষে প্রীতি—

যবনেও প্রভু দেখি' করে বড় প্রীত।
সর্বভূত-কৃপালুতা প্রভুর চরিত।।৬২।।

মুকুন্দ-সঞ্জয়-গৃহে নিমাই পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী—

পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপপুরে।
মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের দুয়ারে।।৬৩।।

বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পঞ্চাবয়ব-ন্যায়ক্রমে নিমাইর অধ্যাপন—

পক্ষ-প্রতিপক্ষ সূত্র-খণ্ডন-স্থাপন।
বাখানে অশেষরূপে শ্রীশচীনন্দন।।৬৪।।

নিমাইর অধ্যাপনায় সরল বিপ্র মুকুন্দ-সঞ্জয়ের সুখ—

গোষ্ঠী-সহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান্।
ভাসয়ে আনন্দে, মর্ম না জানয়ে তা'ন।।৬৫।।

বিদ্যা-বিলাস-লীলাময় গৌর-নারায়ণ—

বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে।।৬৬।।

শ্রীগৌরসুন্দর এরূপ অসামান্য সুন্দররূপশালী ছিলেন যে, সৌন্দর্য-দর্শনকারিণী নারীগণ তাঁহার অদ্বিতীয়-রূপ-দর্শনে মুগ্ধা হইতেন; তাঁহার এতাদৃশ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ছিল যে, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিবুধ-গুরু 'বৃহস্পতি' বলিয়া দেখিতেন, বাতাশন যোগিগণ বা ঊর্ধ্বরেতা মুনিগণ তাঁহাকে 'সিদ্ধ মহাপুরুষ' বলিয়া দেখিতেন এবং দুর্দান্তপ্রকৃতি অসৎ লোকগুলি তাঁহাকে পাপের দণ্ডবিধানকারী মহাভয়ঙ্কর 'মহাকাল যমের' ন্যায় দর্শন করিতেন।।৫৭-৫৯।।

একদিনের জন্যও যাঁহাদের প্রভুর সহিত আলাপ পরিচয় হইত, তাঁহারা তাঁহার অচ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেন।। ৬০।।

বিদ্যামদমত্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ অপর বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা বা হিংসা-পরবশ হয়। মৎসর-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অপরের বিদ্যা-গর্ব শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন না। কিন্তু প্রভুর বিদ্যা-মদ-দর্শনে তৎকালে সকলেই প্রীত হইতেন।।৬১।।

হিন্দুবিদ্বেষী যবনেরও স্বাভাবিকী হিংসা প্রবৃত্তি প্রভুতে প্রযুক্ত না হইয়া নির্মল-প্রীতিতেই পর্যবসিত হইত। সকলের প্রতিই গৌরহরি বিশেষ বদান্যতার পরিচয় দিতেন।।৬২।।

নিমাই-পণ্ডিত বাদ-প্রতিবাদ, বিষয়-নির্দেশ, দোষযুক্ত প্রতিষ্ঠার নিরাকরণ এবং দোষনির্মুক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহুরূপে শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিতেন।।৬৪।।

বায়ুরোগচ্ছলে প্রভুর অন্তর্দশায় প্রেম-বিকার-প্রকাশ—

একদিন বায়ু-দেহ-মান্দ্য করি' ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল।।৬৭।।

ক্রোশন, লুণ্ঠন, হসনাদি উদ্দাম সাত্ত্বিক-চেষ্টা—

আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি' ফেলে।।৬৮।।

বাহ্বাস্ফোটন ও লোককে দর্শনমাত্র প্রহার—

হুঙ্কার গর্জন করে, মালসাট্ পূরে।
সম্মুখে দেখয়ে যা'রে, তাহারেই মারে।।৬৯।।

স্তম্ভ ও মূর্চ্ছা-দর্শনে সকলের শঙ্কা—

ক্ষণে-ক্ষণে সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্চ্ছা হয়, লোকে দেখি' পায় ভয়।।৭০।।

নিমাইর ব্যাধি-নিবারণার্থ আত্মীয়-স্বজনগণের সমাগম—

শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সভে করে প্রতিকার।।৭১।।

বুদ্ধিমন্ত খাঁ ও মুকুন্দ-সঞ্জয়ের আগমন—

বুদ্ধিমন্ত-খান আর মুকুন্দ-সঞ্জয়।
গোষ্ঠী-সহ আইলেন প্রভুর আলয়।।৭২।।

বিবিধ বায়ুপ্রকোপ-নিবারক তৈল-প্রয়োগ—

বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল দেন শিরে।
সভে করে প্রতিকার, যা'র যেন স্ফুরে।।৭৩।।

স্বতন্ত্র ভগবানের স্বেচ্ছাময়ী লীলার বিরুদ্ধে বহিশ্চেষ্টায় তদভিনীত বায়ুব্যাধির উপশমাভাব—

আপন-ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে।।৭৪।।

প্রভুর কম্প ও শব্দে সকলের শঙ্কা—

সর্ব-অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়া ভয় পায় সর্বজন।।৭৫।।

ঈশ্বর-ভাবে প্রভুর নিজ-ঈশ্বরত্ব বা বিশ্বম্ভরত্ব কীর্তন—

প্রভু বোলে,—"মুই সর্ব-লোকের ঈশ্বর।
মুই বিশ্ব ধরো, মোর নাম 'বিশ্বম্ভর'।।৭৬।।
মুই সেই, মোরে ত' না চিনে কোন জনে।"
এত বলি' লড় দেই ধরে সর্বজনে।।৭৭।।

নিজ-ঈশ্বরত্ব-কীর্তন সত্ত্বেও প্রভুর ইচ্ছায় সকলের তদীশ্বরত্বানুপলব্ধি—

আপনা' প্রকাশ প্রভু করে বায়ু-ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহ তা'ন মায়া-বলে।।৭৮।।

মায়িকবিদ্যা-গর্বিত জনগণের দর্পহরণের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠনাথ সরস্বতীপতি বিশ্বম্ভর বিদ্যারসের প্রবাহ-দ্বারা সর্ববিধ জড়তা ও অকুণ্ঠতা ভাসাইয়া দিয়া সেইসকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।।৬৬।।

জীবের স্থূল-শরীরে বাত, পিত্ত ও কফ—এই ত্রিবিধ ধাতু বর্তমান; ধাতুত্রয়ের কোন একটী, দুইটী বা তিনটীর স্বভাব পরবর্তিত হইলেই স্থূল শরীরে বিকার বা রোগ উৎপন্ন হয়। শারীরিক-বিকারের সহিত মানসিক পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। মানস শরীর যদিও সূক্ষ্ম, তথাপি অধুনা স্থূলশরীরের সহিত একীভূত থাকায় পরস্পর সাপেক্ষ ধর্মবিশিষ্ট। 'শীঘ্র'-শব্দ গতির স্বাভাবিকত্ব অতিক্রম করিয়া আধিক্য সূচনা করে। যে-স্থলে গতির ন্যূনতার পরিচয়, সেস্থলে উহার মন্দতা লক্ষ্য করিয়া 'মান্দ্য' শব্দের প্রয়োগ হয়। দেহে বায়ু অবস্থিত এবং উহার গতি-বিপর্যয়ে বাতব্যাধিসমূহের সমাবেশ। শ্রীগৌরসুন্দর ভগবৎসেবনের বৃত্তি লইয়া যে-সকল শুদ্ধসাত্ত্বিকবিকার-মুখে আশ্রয়জাতীয়-কৃষ্ণবিষয়িণী সেবা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাহা সাধারণ-লোক বোধ্য নহে জানিয়া বায়ুমান্দ্যভাবজনিত চিত্তবিকারের ছলনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ের প্রেম-ভক্তিবিকারসমূহ মূঢ় ভগবদ্‌বিমুখ জনগণের প্রাকৃত বায়ু-রোগ-ধারণার সহিত এক নহে। যে-সকল ব্যক্তি ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ বিমুখ, তাহারাই প্রাকৃত উনপঞ্চাশ-বায়ু বিকারের বশবর্তী হইয়া আত্মারাম অমল পরমহংসগণেরও কাম্য পরম-চমৎকারময় কৃষ্ণপ্রেমবিকারকে নিজেদের ন্যায় বায়ুরোগ-বিকার বলিয়া মনে করে; উহাই ভগব্‌বিমুখের দণ্ড জানিতে হইবে।।৬৭।।

অলৌকিক,—প্রাকৃত শব্দসমূহ সাধারণতঃ শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্য চারিপ্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। অন্য চারিপ্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় যে-শব্দের ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহাই 'অলৌকিক' শব্দ। অলৌকিক শব্দের প্রকাশে যে-প্রকার আঙ্গিক বিকারসমূহ উদিত হয়,

নিমাইর বায়ুরোগ-দর্শনে নানা-লোকের নানা-মত—

কেহ বোলে,—"হইল দানব অধিষ্ঠান।"
কেহ বোলে,—"হেন বুঝি ডাকিনীর কাম।।"৭৯।।

নিমাইর নিরন্তর প্রলাপ-দর্শনে তদীয় বায়ুরোগাবধারণ—

কেহ বোলে,—"সদাই করেন বাক্য-ব্যয়।
অতএব হৈল 'বায়ু', জানিহ নিশ্চয়।।"৮০।।

তদীয় তত্ত্বানভিজ্ঞ মায়া-মুগ্ধ জনগণের নিদান ও চিকিৎসা-বিষয়ক নানা-বিচার—

এইমত সর্বজনে করেন বিচার।
বিষ্ণু-মায়া-মোহে তত্ত্ব না জানিয়া তাঁ'র।।৮১।।

নিমাইর দেহে ও শিরে বায়ুতৈল-ম্রক্ষণ ও অভ্যঞ্জন—

বহুবিধ পাক-তৈল সভে দেন শিরে।
তৈলদ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে।।৮২।।

আপনাকে বায়ুবিকার-গ্রস্তরূপে অভিনয়-প্রদর্শন—

তৈল দ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল।।৮৩।।

অতঃপর নিমাইর বহির্দশা-প্রকটন—

এইমত আপন-ইচ্ছায় লীলা করি'।
স্বাভাবিক হৈলা প্রভু বায়ু পরিহরি'।।৮৪।।

তদ্দর্শনে চতুর্দিকে হরিধ্বনি ও পরস্পর উপহার-দান—

সর্বগণে উঠিল আনন্দ-হরি-ধ্বনি।
কেবা কা'রে বস্ত্র দেয়,—হেন নাহি জানি।।৮৫।।

বায়ুরোগোপশম-দর্শনে নিমাইর দীর্ঘজীবন-প্রার্থনা—

সর্বলোকে শুনি' হইলা হরষিত।
সবে বোলে,—"জীউ, জীউ এ হেন-পণ্ডিত।।"৮৬।।

তৎকৃপা ব্যতীত তত্তত্ত্ব-বিনির্ণয়ে সকলের অসামর্থ্য—

এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তা'নে জানিতে পারে, যদি না জানায় ?৮৭।।

বৈষ্ণবগণের নিমাইকে সংসারের অনিত্যত্ব প্রদর্শনপূর্বক কৃষ্ণভজনে উপদেশ-দান—

প্রভুরে দেখিয়া সর্ব-বৈষ্ণবের গণ।
সভে বোলে,—"ভজ, বাপ, কৃষ্ণের চরণ।।৮৮।।

তাহা সাধারণ-লোকবোধ্য নহে। 'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা-বিজ্ঞেহ না বুঝয়'---এই বাক্যটী এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচ্য। বৈষ্ণবের ভাষা, বৈষ্ণবের হৃদ্গত ভাব সাধারণ লৌকিক-বিচারের গম্য নহে। "হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম"---বৈষ্ণবের এই বাণী সাধারণ প্রাকৃত লোক বুঝিতে পারে না।।

তৎকালে নবদ্বীপ-নগরে বুদ্ধিমন্ত-খান এবং মুকুন্দ-সঞ্জয় নামক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদ্বয় সকল বিষয়ে আঢ্য ও সমৃদ্ধ ছিলেন। ধনিলোকের গৃহে নানাবিধ ঔষধি ও চিকিৎসকগণ অবস্থান করিতেন। নিঃস্ব বা নিঃসম্বল জনগণ তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া ঔষধ-পথ্যাদি লাভ করিতেন।।৭২।।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় অপ্রাকৃত লীলাবিলাস-প্রদর্শন মানসে যে-সকল প্রেমবিকার উদয় করিয়াছিলেন, তাহা বাহ্য ঔষধপ্রয়োগে উপশম হইবার নহে। শারীর ও মানস রোগ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উপর ক্রিয়া করে। সাত্ত্বিকবিকারাদি অনিত্য ও অচিৎ উপাধিদ্বয়ে ক্রিয়া-বিশিষ্ট হয় না। পরন্তু জীবাত্মার সেবোন্মুখী প্রবৃত্তিসমূহ---ভগবৎ-সমর্পিত অপ্রাকৃত দেহাদি-সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। কৃত্রিম জড়শরীরগত বিকারের সহিত আত্মবিদ্‌গণের ভক্তিবিকার সম্পূর্ণ পৃথক। মূঢ় জনগণ 'দেহে আত্মবুদ্ধি' করিয়া সাত্ত্বিক-বিকারাদি-প্রদর্শনের ছলনায় কৃত্রিমভাবে দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের সঞ্চালনাদি-দ্বারা জড়প্রতিষ্ঠা-লাভের দুর্বাসনা করে।।৭৪।।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়জাতীয় ভাব অঙ্গীকারপূর্বক যে-সকল বাক্য উচ্চারণ করিতেন, তাহাতে সাধারণ মূঢ় জনগণ তাঁহাকে বিষয়জাতীয়-বিগ্রহাভিমানী বলিয়া ভ্রান্ত হন। আশ্রয়জাতীয় চিদভিমানে বিষয়ের সহিত এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান যে, বিষয়কে পৃথগ বলিয়া বোধ হয় না। মোহন-মাদনাদি অবস্থায় অধিরূঢ় মহাভাবে গোপীগণের এতাদৃশী চিত্তবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত আছে। 'সর্বলোক'-শব্দে আশ্রয়জাতীয়-বিচারে গৌরসুন্দরের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। এস্থলে, 'বিশ্ব'-শব্দে 'পরব্যোম গোলোক' বুঝিতে হইবে। গোলোক বৈকুণ্ঠের পরিচ্ছিন্ন বিকৃতভাব চতুর্দশ-ভুবনে অল্পবিস্তর অনুভূত হইলেও প্রাপঞ্চিক বিশ্ব 'বৈকুণ্ঠ' নহে। গৌরসুন্দরসকল-বিশ্বের একমাত্র পালক। আশ্রয়-জাতীয় ভাবাবলম্বনে যে বিষয়বিগ্রহোচিত

ক্ষণেকে নাহিক, বাপ, অনিত্য শরীর।
তোমারে কি শিখাইমু, তুমি মহাধীর।।''৮৯।।

বৈষ্ণবগণের বাক্যানুমোদনাভিবাদনান্তে নিমাইর অধ্যাপনারম্ভ—

হাসিয়া প্রভু সবারে করিয়া নমস্কার।
পড়াইতে চলে শিষ্য-সংহতি অপার।।৯০।।

মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই পণ্ডিতের অধ্যাপনা—

মুকুন্দ-সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডিমণ্ডপ-ভিতরে।।৯১।।

বায়ুতৈলাক্ত-শিরে নিমাইর অধ্যাপনা—

পরম-সুগন্ধি পাক-তৈল প্রভু-শিরে।
কোন পুণ্যবন্ত দেয়, প্রভু ব্যাখ্যা করে।।৯২।।

শিষ্যগণ-বেষ্টিত নিমাই পণ্ডিতের অধ্যাপনা—

চতুর্দিকে শোভে পুণ্যবন্ত শিষ্যগণ।
মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগৎজীবন।।৯৩।।

তদবস্থ নিমাইর অতুলনীয়া শোভা ও উপমা—

সে-শোভার মহিমা ত' কহিতে না পারি।
উপমা দিবাঙ কিবা, না দেখি বিচারি'।।৯৪।।

বদরিকাশ্রমে চতুঃসন-বেষ্টিত আদিকবি নারায়ণের বেদোদ্গান-লীলার পুনঃপ্রাকট্য—

হেন বুঝি যেন সনকাদি-শিষ্যগণে।
নারায়ণে বেড়ি' বৈসে বদরিকাশ্রমে।।৯৫।।
তাঁ' সবারে লৈয়া যেন প্রভু সে পড়ায়।
হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌর-রায়।।৯৬।।
সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ।
নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন।।৯৭।।

শিষ্য-সহ গৌর-নারায়ণের বিদ্যা-বিলাস—

অতএব শিষ্য-সঙ্গে সেই লীলা করে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে।।৯৮।।

মধ্যাহ্নে শিষ্যগণ-সহ গঙ্গাস্নান—

পড়াইয়া প্রভু দুই-প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণে লৈয়া গঙ্গাস্নানে চলে।।৯৯।।

গঙ্গাস্নানান্তে স্বগৃহে বিষ্ণুর পূজন—

গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কতক্ষণ।
গৃহে আসি' করে প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন।।১০০।।

উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা বিষয়াশ্রয়ের জড়-ভেদ-পরিহারের উদ্দেশেই জানিতে হইবে। মায়া-মূঢ় কুযোগিগণ আপনাদিগকে 'অহংগ্রহোপাসক' রূপে প্রদর্শন করিয়া যে বিষম ভয়াবহ মায়াবাদ হলাহল উদ্গারণ করেন, তাহা নিতান্ত হেয় ও ঘৃণ্য এবং গৌরসুন্দরের সম্পূর্ণ অনুমোদিত।।৭৬।।

শ্রীগৌরসুন্দর অতিরিক্ত অলৌকিক বাক্য উচ্চারণপূর্বক জনগণের চিত্ত অধিকার করিবার প্রয়াস করিতেন; তজ্জন্য কোন কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রভুর অত্যধিকমাত্রায় বাক্যব্যয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রেমবিকারকে বায়ুবৃদ্ধিজনিত বিকার বলিয়া স্থির করিলেন।।৮০।।

পাকতৈল,---বায়ু-রোগহর বিবিধ ভেষজের সহিত পক্বতৈল, 'কবিরাজী তৈল'।

তৈল-দ্রোণ,---আকণ্ঠমজ্জন-যোগ্য তৈলপূর্ণ কাষ্ঠনির্মিত বৃহৎপাত্র, 'তেলের পিপা'।।৮২।।

জীউ জীউ,---(প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত), সংস্কৃত 'জীবতু' 'জীবতু'-পদের অপভ্রংশ, 'জীবিত থাকুক' বলিয়া আশীর্বাদ।।৮৬।।

জগৎজীবন,---গৌরসুন্দর---চিৎ ও অচিৎ, সমগ্র জগতের প্রাণস্বরূপ। গৌরবিমুখ জনগণ প্রাণহীন জগতের অন্তর্গত। গৌরভক্তগণই সমগ্র-জগতে তাঁহাদের প্রভুর কৃপা লক্ষ্য করেন। গৌরকৃপা-হীন জনগণ---জীবঞ্ছব বা শ্বসঞ্ছব মৃতকের সদৃশ, ---চেতনময় জীব হইয়াও অচেতনের পূজক।।৯৩।।

বদরিকাশ্রম,---হরিদ্বার ও হৃষীকেশ অতিক্রম করিয়া হিমালয়-প্রদেশের সুদূর উত্তরাংশে অলকানন্দা-নদীর পশ্চিম তীরে এবং কুমায়ুন ও গড়ওয়াল-জেলার সম্মিলিত পর্বতময় প্রান্তদেশে অবস্থিত। তথায় বদ্রীনারায়ণের (নরনারায়ণের) আশ্রম বর্তমান। শ্রীনারায়ণের ব্যাস-সনকাদি-শিষ্য-সম্প্রদায় তথায় ভগবদ্ভজনে রত। তাঁহারা ইহজগতে পার্ষদরূপে নারায়ণের চতুষ্পার্শে অবস্থিত।।৯৫।।

প্রভুর গৃহে একটী বিষ্ণুমন্দির ছিল। তথায় তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিচারে বিষ্ণু-শিলা-বিগ্রহের পূজা করিতেন।।১০০।।

তুলসী-প্রদক্ষিণান্তে ভোজন—

তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি' 'হরি হরি'।।১০১।।

শচীমাতার নিজ-পুত্রবধূ সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী লক্ষ্মীপ্রিয়ার পরিবেশন ও পুত্র গৌর-বাসুদেবের ভোজন-দর্শন—

লক্ষ্মী দেন অন্ন, খা'ন বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী।।১০২।।

ভোজনান্তে গৌর-নারায়ণের শয়ন ও রমা-দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়ার তৎপাদ-সম্বাহন—

ভোজন-অন্তরে করি' তাম্বূল চর্বণ।
শয়ন করেন, লক্ষ্মী সেবেন চরণ।।১০৩।।

যোগনিদ্রান্তে গ্রন্থ-সহ অধ্যাপনার্থ গমন—

কতক্ষণ যোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া।।১০৪।।

নিমাইর নগর-ভ্রমণ ও সকলকে সাদর সম্ভাষণ—

নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।
সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ।।১০৫।।

প্রভুর ভগবত্তায় অনভিজ্ঞ হইয়াও সকলের তৎপ্রতি সম্ভ্রম-বুদ্ধি—

যদ্যপি প্রভুর কেহ তত্ত্ব নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি' সর্বজনে।।১০৬।।

নগরবাসীর দেবদুর্লভ গৌর-কৃষ্ণের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ—

নগরে ভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন।
দেবের দুর্লভ বস্তু দেখে সর্বজন।।১০৭।।

(১) তন্তুবায়-গৃহে নিমাইর গমন ও তন্তুবায়ের প্রণাম—

উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্করে।।১০৮।।

নিমাই-তন্তুবায়-সংবাদ—

''ভাল বস্ত্র আন'',—প্রভু বোলয়ে বচন।
তন্তুবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ।।১০৯।।
প্রভু বোলে,—''এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা?''
তন্তুবায় বোলে,—''তুমি আপনে যে দিবা।।''১১০।।
মূল্য করি' বোলে প্রভু,—''এবে কড়ি নাই।''
তাঁতি বোলে,—''দশে-পক্ষে দিও যে গোসাঞি।।১১১।।
বস্ত্র লৈয়া পর' তুমি পরম-সন্তোষে।
পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে।।''১১২।।

তন্তুবায়-প্রতি কৃপাদৃষ্টি—

তন্তুবায়-প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি'।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালার পুরী।।১১৩।।

(২) গোপগৃহে গিয়া দ্বিজরাজ নিমাইর কৌতুক-বাক্য—

বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে।
ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে।।১১৪।।

যোগনিদ্রা,—আত্মানুভূতি-লক্ষণই 'যোগ'; আত্মানুভূতি-দ্বারা (ভক্তপক্ষে) বাহ্য অনুভূতি বিলুপ্ত হয় (অথবা ভগবৎপক্ষে, প্রপঞ্চে প্রকটিত লীলা অপ্রকাশিত থাকে) বলিয়া উহাকে নিদ্রার সহিত তুলনা করা হইয়াছে—বিষ্ণু পুরাণের শ্রীধরস্বামী-কৃত 'স্বপ্রকাশ'নাম্নী টীকা); ''যোগমায়াই 'যোগনিদ্রা', যেহেতু তিনি নিদ্রার ন্যায় সকলের চেতনবৃত্তি হরণ করিয়া থাকেন''—(তোষণী); 'ভগবানের যোগনিদ্রাধিষ্ঠাত্রী শক্তি'—(বীররাঘব)।।১০৪।।

শ্রীগৌরসুন্দর দেব-দর্শনের অন্তর্গত বস্তুও নহেন। স্বর্গবাসী দেবগণ—প্রপঞ্চান্তর্গত ব্যাহৃতিত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত উন্নত জীবমাত্র। এই উন্নতি নশ্বর-কালাভ্যন্তরে নশ্বর-প্রতীতি মূলে অবস্থিতা অর্থাৎ 'নিত্যা' নহে। বিষ্ণুপরতত্ত্ব গৌর কৃষ্ণ দেবগণেরও দৃশ্যবস্তু নহেন বলিয়া সুদুর্লভ,—তিনি অসীম কৃপা-পরবশ হইয়া অতি-সৌভাগ্যবান্ জনগণের গোচরেই প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাকে জড়ের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে তাঁহার সহিত বিরোধ করেন না। আবার, ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাকে সেরূপভাবে দেখিতে পায় না। প্রাকৃত-বুদ্ধিই ঐসকল ব্যক্তির দৃষ্টিকে ভগবদ্দর্শন-কার্যে বাধা প্রদান করে; সুতরাং তাহারা ভগবদ্দর্শন করিয়াও পুণ্য লাভ করে মাত্র।।১০৭।।

তন্তুবায়,—তন্তু (সূত্র, অথবা তাঁত অর্থাৎ বয়ন-যন্ত্র)—'বে'-ধাতু (বয়ন করা) + অন্, সূত্রদ্বারা বস্ত্রবয়নকারী, চলিত কথায় 'তাঁতি'।

নিমাই-গোপগণ-সংবাদ—

প্রভু বোলে,—"আরে বেটা! দধি দুগ্ধ আন।
আজি তোর ঘরের লইমু মহাদান।।"১১৫।।
গোপবৃন্দ দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন।
সম্ভ্রমে দিলেন আনি' উত্তম আসন।।১১৬।।
প্রভু সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
'মামা মামা' বলি' সবে করয়ে সম্ভাষ।।১১৭।।
কেহ বোলে,—"চল, মামা, ভাত খাই গিয়া।"
কোন গোপ কান্ধে করি' যায় ঘরে লৈয়া।।১১৮।।
কেহ বোলে,—"যত ভাত ঘরের আমার।
পূর্বে যে খাইলা, মনে নাহিক তোমার?"১১৯।।

শুদ্ধ সরস্বতী-কর্তৃক গৌর-তত্ত্বৈশ্বর্যানভিজ্ঞ গোপের পরিহাস-বাক্যের যাথার্থ্য-জ্ঞাপন, নিমাইর হাস্য—

সরস্বতী সত্য কহে, গোপ নাহি জানে।
হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে।।১২০।।

নিমাইকে গোপগণের নানাবিধ দুগ্ধজাত নৈবেদ্য-সমর্পণ—

দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সর, সুন্দর নবনী।
সন্তোষে প্রভুরে সব গোপ দেয় আনি'।।১২১।।

(৩) গন্ধবণিক্-গৃহে নিমাইর গমন—

গোয়ালা-কুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া।।১২২।।

গন্ধবণিকের প্রণাম; নিমাই-গন্ধবণিক-সংবাদ—

সম্ভ্রমে বণিক্ করে চরণে প্রণাম।
প্রভু বোলে,—"আরে ভাই, ভালগন্ধ আন।।"১২৩।।
দিব্য-গন্ধ বণিক্ আনিল ততক্ষণ।
"কি মূল্য লইবা?" বোলে শ্রীশচীনন্দন।।১২৪।।
বণিক্ বোলয়ে,—"তুমি জান, মহাশয়!
তোমা' স্থানে মূল্য কি নিতে যুক্ত হয়?১২৫।।
আজি গন্ধ পরি' ঘরে যাহ ত' ঠাকুর!
কালি যদি গা'য়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর।।১২৬।।
ধুইলেও যদি গা'য়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিও মোরে, যেই চিত্তে পড়ে।।"১২৭।।

নিমাইর অঙ্গে গন্ধ-বিলেপন—

এত বলি' আপনে প্রভুর সর্ব-অঙ্গে।
গন্ধ দেয় বণিক্ না জানি কোন্ রঙ্গে।।১২৮।।

সকলেই সর্বান্তর্যামী পরমাত্মস্বরূপ প্রভুরূপাকৃষ্ট—

সর্বভূত-হৃদয়ে আকর্ষে সর্ব-মন।
সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন্ জন?১২৯।।

(৪) মালাকার-গৃহে নিমাইর গমন—

বণিকেরে অনুগ্রহ করি' বিশ্বম্ভর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার-ঘর।।১৩০।।

তন্তুবায়ের দুয়ারে---'দুয়ার'-শব্দ---সংস্কৃত 'দ্বার'-শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ। বর্তমান বামনপুকুর-গ্রামের যে অংশ আজও তাঁতিপাড়া-নামে বিখ্যাত, তৎকালে তথায় তন্তুবায়গণের গৃহ ছিল। মৃত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি বা তাঁহার দৌহিত্র ফণীভূষণ আপনাদিগকে মহাপ্রভুর সমকালীন তন্তুবায়-বংশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং রামচন্দ্রপুর ও বারগোরার ঘাটে আপনাদিগের পূর্বনিবাস স্থাপন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সহিত মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপবাসী তন্তুবায়গণের কোনও সম্পর্ক নাই। প্রাচীন নবদ্বীপের কাংস্যবণিগ্ বংশীয় অধস্তনগণ আজও কুলিয়ায় বাস করিয়া যষ্ঠী-পূজার্থ বামনপুকুরের নিকটবর্তী অধুনা খাল্‌সে পাড়ায় সুপ্রাচীনা সিমন্তিনী-দেবীর নিকট পূজা করিতে আসেন। সুতরাং প্রাচীন-নবদ্বীপের সংস্থান বারগোরার ঘাট রামচন্দ্রপুর বা সাতকুলিয়া প্রভৃতি স্থানে হইতে পারে না। বারগোরার ঘাট ও কুলিয়ার তন্তুবায়-সমাজের সহিত প্রভুর সমকালীন প্রাচীন তন্তুবায়-সমাজ কখনও এক নহে। প্রভুর সমকালীন তন্তুবায়-বংশ আজও প্রভুর বিরোধী নহেন; কিন্তু কুলিয়া-নিবাসী কোন কোন তন্তুবায়-বংশ্য প্রভুর দোহাই দিয়া শাক্তেয়মতবাদ-স্থাপন-কল্পে বৃথা বিতর্ক উপস্থাপন করে।।

দশে-পক্ষে, দশদিন বা পনরদিন পরে।।১১১।।

সমাবেশে, ---সংস্থান, সংগ্রহ বা যোগাড় করিয়া।।১১২।।

পুরী,—পুর + ঈপ্ (স্ত্রী), ভবন, পল্লী, নগরী।

গোয়ালার পুরী,---বর্তমান স্বরূপগঞ্জ বা গাদিগাছা ও মহেশগঞ্জের একাংশ।।১১৩।।

নিমাইকে মালাকারের অভ্যর্থনা ও প্রণাম—

পরম-অদ্ভুত রূপ দেখি' মালাকার।
আদরে আসন দিয়া করে নমস্কার।।১৩১।।

নিমাই-মালাকার-সংবাদ—

প্রভু বোলে,—"ভাল মালা দেহ', মালাকার!
কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার।।"১৩২।।

সিদ্ধপুরুষের-প্রায় দেখি' মালাকার।
মালী বোলে,—"কিছু দায় নাহিক তোমার।।"১৩৩।।

নিমাইর অঙ্গে মালাকারের মাল্য-প্রদান—

এত বলি' মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।
হাসে মহাপ্রভু সর্ব-পড়ুয়ার সঙ্গে।।১৩৪।।

(৫) তাম্বূলী-গৃহে নিমাইর গমন—

মালাকার-প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি'।
উঠিলা তাম্বুলী-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।১৩৫।।

নিমাইকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে তাম্বূলীর
অভিনন্দন ও প্রণাম—

তাম্বূলী দেখয়ে রূপ মদনমোহন।
চরণের ধূলি লই' দিলেন আসন।।১৩৬।।

নিমাই-তাম্বূলী-সংবাদ—

তাম্বূলী বোলয়ে,—"বড় ভাগ্য সে আমার।
কোন্ ভাগ্যে আইলা আমা'-ছারের দুয়ার।।"১৩৭।।

এত বলি' আপনেই পরম-সন্তোষে।
দিলেন তাম্বূল আনি', প্রভু দেখি' হাসে।।১৩৮।।

প্রভু বোলে,—"কড়ি বিনা কেনে গুয়া দিলা?"
তাম্বূলী বোলয়ে,—"চিত্তে হেনই লইলা।।"১৩৯।।

হাসে প্রভু তাম্বূলীর শুনিয়া বচন।
পরম সন্তোষে করে তাম্বূল চর্বণ।।১৪০।।

নিমাইকে বিনা-মূল্যে তাম্বূলোপকরণ-প্রদান—

দিব্য পর্ণ, কর্পূরাদি যত অনুকূল।
শ্রদ্ধা করি' দিল, তা'র নাহি নিল মূল।।১৪১।।

নিমাইর নগর-ভ্রমণ—

তাম্বূলীরে অনুগ্রহ করি' গৌর-রায়।
হাসিয়া হাসিয়া সর্ব-নগরে বেড়ায়।।১৪২।।

দ্বিতীয়-মথুরা-স্বরূপ বহুজনাকীর্ণ নবদ্বীপ—

মধুপুরী-প্রায় যেন নবদ্বীপ-পুরী।
একো জাতি লক্ষ-লক্ষ কহিতে না পারি।।১৪৩।।

ভগবদিচ্ছা-পূরণার্থ নবদ্বীপ পূর্বেই সর্বসম্পদপূর্ণ—

প্রভুর বিহার লাগি' পূর্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি' থুইলেন তথা।।১৪৪।।

কৃষ্ণের মথুরা-ভ্রমণ-লীলার ন্যায় নিমাইর নবদ্বীপ-ভ্রমণ—

পূর্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন।।১৪৫।।

'মামা মামা' বলি',---গোপগণ নিমাইকে মাতুল বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। বঙ্গদেশে হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ব্রাহ্মণেতর জাতিমাত্রেই স্বীকার করেন। তজ্জন্য অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব জনগণকে ব্রাহ্মণেতর অপর জাতি অদ্যাপি 'দাদাঠাকুর' বলিয়া সম্বোধন করেন। গোপমাতৃগণ নিমাইকে দাদাঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিতে অভ্যস্ত থাকায় তাঁহাদের তনয় গোপগণ মাতৃবর্গের সম্ভাষণ-বিচারানুসারে নিমাইকে 'মামা' বলিয়া মধুর সম্বোধন করিলেন। নিমাই গোপদিগকে 'বেটা' অর্থাৎ 'পুত্র বা বৎস' বলিয়া সম্বোধন করায় তাঁহারা তাঁহার পুত্রস্থানীয় ছিলেন। প্রভু যেরূপ ভৃত্য-সন্নিধানে আব্দার করিয়া খাদ্যাদি যাচ্ঞা করে, মহাপ্রভুও তদ্রূপ গোপদিগের নিকট মহা-দান বা বৃহৎ দান প্রার্থনা বা বাঞ্ছা করায় তাহারা অত্যন্ত আত্মীয়তা-সূত্রে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ দান নিজেদের পাচিত অন্ন প্রদান করিবার জন্য রহস্য করিয়াছিল। দুগ্ধ হইতে খাদ্য-নির্মাণই গোপগণের ব্যবসায় বা বৃত্তি। গোপবালকগণের মাতৃবর্গ তাহাদিগকে অতি-শৈশবকালে স্বীয় স্তন্য-দুগ্ধাদি পান করাইয়া পরে পক্কান্নাদি কঠিন-বস্তু ভোজন করাইয়াছিল বলিয়া তাহারা দুগ্ধ, দধি, ছানা, ঘৃত, ননী প্রভৃতি শিশূচিত কোমল খাদ্য অপেক্ষা পক্কান্নাদি চর্ব্য খাদ্য ভোজন করাইবার রহস্যজনক প্রস্তাব করিয়াছিল।।১১৭-১১৮।।

গোপগণ অনুমান করিলেন যে, নিমাই পূর্বে তদীয় কৃষ্ণলীলায় গোপগৃহে অন্নাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমাইর প্রতি তাঁহাদের এই অনুমান যথার্থ বাস্তব-সত্যই হইয়াছিল। তচ্ছ্রবণে নিজ হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য

(৬) শঙ্খবণিক্-গৃহে নিমাইর গমন ও বণিকের প্রণাম—

তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে।
দেখি' শঙ্খবণিক্ সম্ভ্রমে নমস্করে।।১৪৬।।

শঙ্খবণিকের প্রতি নিমাইর উক্তি—

প্রভু বোলে,—"দিব্য শঙ্খ আন দেখি ভাই!
কেমনে বা লৈমু শঙ্খ, কড়ি-পাতি নাই।।"১৪৭।।

নিমাইকে শঙ্খবণিকের উত্তম শঙ্খ-প্রদান—

দিব্য-শঙ্খ শাঁখারি আনিয়া সেইক্ষণে।
প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে।।১৪৮।।

নিমাইর প্রতি শঙ্খবণিকের উক্তি—

"শঙ্খ লই' ঘরে তুমি চলহ, গোসাঞি!
পাছে কড়ি দিও, না দিলেও দায় নাই।।"১৪৯।।

শঙ্খবণিকের প্রতি প্রভুর কৃপা-দৃষ্টি—

তুষ্ট হৈয়া প্রভু শঙ্খবণিকের বচনে।
চলিলেন হাসি' শুভ-দৃষ্টি করি' তা'নে।।১৫০।।

(৭) সর্ব-নগরবাসি-গৃহে নিমাইর ভ্রমণ—

এইমত নবদ্বীপে যত নগরিয়া।
সবার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া।।১৫১।।
সেই ভাগ্যে অদ্যাপি নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ।।১৫২।।

(৮) সর্বজ্ঞের গৃহে নিমাইর গমন—

তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
সর্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান।।১৫৩।।

সর্বজ্ঞের প্রণাম—

দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্বজান।
বিনয়-সম্ভ্রম করি' করিলা প্রণাম।।১৫৪।।

নিমাইর পূর্ব-যুগীয় স্বপরিচয়-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বোলে,—"তুমি সর্বজান ভাল শুনি।
বোল দেখি, অন্য-জন্মে কি ছিলাঙ আমি?"১৫৫।।

তদুত্তরে সর্বজ্ঞের স্বীয় ইষ্টমন্ত্র-জপ ও ধ্যানস্থ হইয়া দর্শন—

"ভাল" বলি' সর্বজ্ঞ সুকৃতি চিন্তে মনে।
জপিতে গোপাল-মন্ত্র দেখে সেইক্ষণে।।১৫৬।।

সর্বজ্ঞের (১) দ্বাপর-যুগে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-দর্শন—

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বক্ষে মহাজ্যোতির্ধাম।।১৫৭।।

কারাগৃহে বসুদেব-দেবকী-কর্তৃক ভগবৎস্তুতি দর্শন—

নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দি-ঘরে।
পিতা-মাতা দেখয়ে সন্মুখে স্তুতি করে।।১৫৮।।

বসুদেবের গোকুলে আসিয়া যশোদা-গৃহে কৃষ্ণকে সংস্থাপন-দর্শন—

সেইক্ষণে দেখে,—পিতা পুত্রে লই' কোলে।
সেই রাত্রে থুইলেন আনিয়া গোকুলে।।১৫৯।।

পুনরায় প্রভুকে যশোদাস্তনন্ধয়-রূপে দর্শন—

পুনঃ দেখে,—মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী, নবনীত দুই-করে।।১৬০।।

করিলেন। সরলমতি গোপগণের অজ্ঞানসত্ত্বেও শুদ্ধা সরস্বতী-দেবী স্বয়ং তাঁহাদের মুখোচ্চারিত বাণীরূপে তাঁহাদের জিহ্বায় তাদৃশী সত্যোক্তির অবতারণা করাইয়াছিলেন।।১২০।।

মালাকার,—পুষ্পমাল্য নির্মাণপূর্বক তদ্দ্বারা ব্যবসায়কারী পুষ্পাজীব বা পুষ্পজীবী, চলিত-কথায় 'মালী'।।১৩০।।

কড়ি-পাতি,—সংস্কৃত কপর্দক-শব্দ হইতে 'কড়ি' এবং সংস্কৃত 'পাত্রী'-শব্দ হইতে 'পাতি'-শব্দ নিষ্পন্ন; পয়সা-কড়ি, খরচ-পত্র অর্থাৎ অর্থাদি।।১৩২।।

তাম্বূলী, চলিত কথায় 'তামুলি', তাম্বূলের (পাণের) খিলি-ব্যবসায়ী।।১৩৫।।

ছারের,—তুচ্ছ, হেয়, অধম জনের।।১৩৭।।

গুয়া,—সংস্কৃত গুবাক্-শব্দের সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ, সুপারি।।

পর্ণ,—চলিত-কথায় 'পাণ', তাম্বূল-পত্র।

অনুকূল,—তাম্বূল-পত্রকে সুখাদ্য করিবার উপযোগী উপকরণ বা মস্‌লা। মূল,—মূল্য।।১৪১।।

প্রভুতে স্বীয় অনুধ্যাত অভীষ্টদেবের লক্ষণ-দর্শন—

নিজ-ইষ্টমূর্ত্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্বজ্ঞ দেখয়ে সেইসকল লক্ষণ।।১৬১।।

পুনরায় প্রভুকে গোপীজনবল্লভ-রূপে দর্শন—

পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন।
চতুর্দিকে যন্ত্র-গীত গায় গোপীগণ।।১৬২।।

ধ্যানান্তে চক্ষুরুন্মীলন ও গৌর-রূপ-দর্শনে পুনর্ধ্যান—

দেখিয়া অদ্ভুত, চক্ষু মেলে সর্বজন।
গৌরাঙ্গে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ করে ধ্যান।।১৬৩।।

নিমাইর স্বরূপ-পরিচয়-প্রদর্শনার্থ স্বীয় ইষ্টদেব গোপালের প্রতি সর্বজ্ঞের প্রার্থনা—

সর্বজ্ঞ কহয়ে,—"শুন, শ্রীবালগোপাল!
কে আছিলা দ্বিজ এই, দেখাও সকাল।।"১৬৪।।

(২) ত্রেতা-যুগে যোদ্ধৃবেশী শ্রীরাঘব-রূপ-দর্শন—

তবে দেখে,—ধনুর্ধর দর্বাদল-শ্যাম।
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্বজন।।১৬৫।।

(৩) সত্য-যুগে দন্তদ্বারা জলমগ্ন-ভূ-ধারণকারি-শ্রীবরাহ রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয়জল-মাঝে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্তি, দন্তে পৃথ্বী সাজে।।১৬৬।।

(৪) হিরণ্যকশিপু-বিদারক অথচ প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়ী শ্রীনৃসিংহ-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে প্রভুরে নৃসিংহ-অবতার।
মহা-উগ্র-রূপ ভক্তবৎসল অপার।।১৬৭।।

(৫) বলিরাজ-বঞ্চক শ্রীবামন-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে তাঁহারে বামন-রূপ ধরি'।
বলি-যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি'।।১৬৮।।

(৬) বেদোদ্ধারণ শ্রীমৎস্য-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে,—মৎস রূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে।।১৬৯।।

(৭) লাঙ্গলী শ্রীবলরাম-রূপ-দর্শন—

সুকৃতি সর্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধর-রূপ শ্রীমুষল করে।।১৭০।।

(৮) বলরাম-সুভদ্রা-বেষ্টিত শ্রীপুরুষোত্তম-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে জগন্নাথ-মূর্তি সর্বজান।
মধ্যে শোভে সুভদ্রা, দক্ষিণে বলরাম।।১৭১।।

বিবিধাবতার লীলা-দর্শন ও বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ গণকের প্রভু-তত্ত্বাবধারণে অসামর্থ্য—

এইমত ঈশ্বর-তত্ত্ব দেখে সর্বজান।
তথাপি না বুঝে কিছু,—হেন মায়া তা'ন।।১৭২।।

নিমাই-সম্বন্ধে গণকের মনে মনে নানা-বিচার—

চিন্তয়ে সর্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত।
"হেন বুঝি,—এ ব্রাহ্মণ মহা-মন্ত্রবিৎ।।১৭৩।।
অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে।
পরীক্ষিতে' আমারে বা ছলে' বিপ্ররূপে।।১৭৪।।
অমানুষী তেজ দেখি' বিপ্রের শরীরে।
'সর্বজ্ঞ' করিয়া কিবা কদর্থে আমারে?"১৭৫।।

শঙ্খবণিক,---চলিত-কথায় 'শাঁখারি'।।১৪৬।।

দায়,---(দা + ঘঞ্) ক্ষতি, ক্ষোভ, 'গরজ'।।১৪৯।।

সর্বজান,---চলিত-কথায় সব্‌জান্তা, বিষ্ণুমন্ত্রসিদ্ধ, সর্বজ্ঞ, ত্রিকালবিৎ।।১৫৪।।

শঙ্খ,--পাঞ্চজন্য শঙ্খ; চক্র,---সুদর্শন-চক্র; গদা,---কৌমুদকী গদা; পদ্ম,---শ্রীবাস। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ১৪ অঃ---"দদর্শ হরিং * * । শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিণঞ্চ চতুর্ভুজম্। নবীন-নীরদ-শ্যামসুন্দরং সুমনোহরম্।।"

শ্রীবৎস, শ্রীবিষ্ণুর উপাঙ্গ,---বিষ্ণু-বক্ষঃস্থ শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত-রোমাবলী। মতান্তরে,---"শ্রীবৎসো হৃৎসঙ্গত-মণিবিশেষঃ কৌস্তুভবদিতি কৃষ্ণদাসঃ" ইতি অমরকোষ-টীকায় ভরত-বাক্য।

কৌস্তুভ,---শ্রীবিষ্ণুর উপাঙ্গ,---বিষ্ণুবক্ষঃস্থ মণিশ্রেষ্ঠ; ভাগবতামৃতে,---"কৌস্তুভস্তু মহাতেজাঃ কোটি-সূর্য-সমপ্রভঃ। ইদং কিমুত বক্তব্যং প্রদীপাদতি-দীপ্তিমান্।।" কোষকার হেমচন্দ্র বলেন,---"শঙ্খোঽস্য পাঞ্চজন্যোঽঙ্কঃ শ্রীবৎসোঽসিস্তু নন্দকঃ। গদা কৌমুদকী চাপং শার্ঙ্গং চক্রং সুদর্শনঃ।। মণিঃ স্যমন্তকো হস্তে ভুজমধ্যে তু কৌস্তুভঃ।।"১৫৭।।

সহাস্যে নিমাইর সর্বজ্ঞকে আত্মপরিচয়-জিজ্ঞাসা—

এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিলা হাসিয়া।
"কে আমি, কি দেখ, কেনে না কহ ভাঙ্গিয়া ?"১৭৬।।

সর্বজ্ঞের অপরাহ্ণে তদুত্তর-প্রদানে সম্মতি-দান—

সর্বজ্ঞ বোলয়ে,—"তুমি চলহ এখনে।
বিকালে কহিমু মন্ত্র জপি' ভাল-মনে।।"১৭৭।।

অতঃপর (৯) শ্রীধর-গৃহে নিমাইর গমন—

"ভাল ভাল" বলি, প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয়-শ্রীধরের মন্দিরে আইলা।।১৭৮।।

স্বীয় প্রিয়ভক্ত শ্রীধর-প্রতি নিমাইর প্রীতি—

শ্রীধরেরে প্রভু বড় প্রসন্ন অন্তরে।
নানা-ছলে আইসেন প্রভু তা'ন ঘরে।।১৭৯।।

প্রত্যহই কিয়ৎক্ষণ পরস্পর কথোপকথন—

বাকোবাক্য-পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে।
দুই চারি দণ্ড করি' চলে প্রভু রঙ্গে।।১৮০।।

নিমাইকে শ্রীধরের অভ্যর্থনা—

প্রভু দেখি' শ্রীধর করিয়া নমস্কার।
শ্রদ্ধা করি' আসন দিলেন বসিবার।।১৮১।।

নিমাই ও শ্রীধরের পরস্পর ব্যবহার-বৈচিত্র্য—

পরম-সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায়।
প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায়।।১৮২।।

হরিভক্তি-সত্ত্বেও শ্রীধরের দারিদ্র্য-দুঃখের কারণ-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বোলে,—"শ্রীধর, তুমি যে অনুক্ষণ।
'হরি হরি' বোল, তবে দুঃখ কি কারণ?১৮৩।।
লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও, কহ দেখি, শুনি?"১৮৪।।

শ্রীধরের সবিনয় উত্তর—

শ্রীধর বোলেন,—"উপবাস ত' না করি।
ছোট হউক, বড় হউক, বস্ত্র দেখ পরি।।"১৮৫।।

যন্ত্রগীত,—বাদ্যযন্ত্রসংযোগে গান।।১৬১।।

শ্রীধরের মন্দির,—শরডাঙ্গা-গ্রামের নিকট মায়াপুরের একপ্রান্তে এবং চাঁদকাজীর সমাধির এক মাইল পূর্বদিকে ডেঙ্গা-মাঠের উপর অবস্থিত; উহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে।।১৭৮।।

বাকোবাক্য—কথাবার্তা, কথোপকথন।।১৮০।।

ব্যবসায়, ব্যবহার, আচরণ, স্বভাব।

উদ্ধতের-প্রায়, বাহিরে চাঞ্চল্যাত্মক ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া, প্রকৃত-প্রস্তাবে জীবমঙ্গলোদ্দেশে সেবা-গ্রহণ।।১৮২।।

শ্রীনারায়ণ,—সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং অনন্ত ঐশ্বর্যের একমাত্র অধিকারী। শ্রীনারায়ণের সেবক নিজ-প্রভুর সম্পত্তিতেই অধিকারী হইয়া প্রপঞ্চে কি-প্রকারে অভাব-ক্লিষ্ট থাকেন, প্রভু নিজভৃত্য শ্রীধরকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন। স্বীয় বিরূপের অভাব-মোচনকল্পে বা জড়েন্দ্রিয়তোষণ ও স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে শাক্তেয়-মতবাদিগণ শ্রীনারায়ণের চরণে জল-তুলসী প্রভৃতি প্রদান করিয়া প্রাকৃত ভোগৈশ্বর্য বা অভ্যুদয়রূপ প্রেয়োলাভ করেন বটে, কিন্তু শ্রেয়োলাভ করেন না। পরন্তু সর্বাত্মদ্বারা নারায়ণাশ্রিতপদ দাসগণ ঐকান্তিক সেবা-বুদ্ধিতে ঐহিক বা পারত্রিক কোনপ্রকার সেবার বিনিময় গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বৈষ্ণবত্বের আদর্শ-প্রদর্শনকল্পে বৈকুণ্ঠাগত ভগবৎপার্ষদসমূহ নানাবিধ অভাবের লীলা প্রদর্শন করেন। তাহাতে তাঁহাদের কোনও ক্লেশের অনুভূতি হয় না। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ'—এই বিচারই তাঁহাদের চিত্তে প্রবল। ভগবানের নিকট তাঁহারা নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু মূঢ়গণ বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে বৈষ্ণবগণকে নানাপ্রকার অভাবগ্রস্ত বলিয়া জ্ঞান করেন। শ্রীধরবিপ্র বা শুদ্ধভক্তগণ অর্থের অভাবে সাধারণ জনগণের ন্যায় ভোজন ও আচ্ছাদনের উৎকৃষ্ট ভোগ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ বলিয়া পরিদৃষ্ট হওয়ায় আধ্যক্ষিক-দৃষ্টিতে স্বভাবতঃ এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। শ্রীধর ও শ্রীগৌরসুন্দরের সংবাদে এই কথাই সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।।১৮৪।।

নিমাইর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীধর বলিলেন, অন্ন-বস্ত্রাভাবে আমার কোনও ক্লেশই নাই। আমি একেবারে উপবাস করিয়া থাকি না, কিছু আহার করি। উৎকৃষ্ট ও নূতন পরিধেয় বসন না পাইলেও আমি জীর্ণবসনাদি-দ্বারা কোনক্রমে লজ্জা নিবারণ করি।।১৮৫।।

শ্রীধরের বসনে ও ভবনে দৈন্য-নিদর্শন প্রদর্শন—

প্রভু বোলে,—"দেখিলাঙ গাঁঠি দশ-ঠাঞি।
ঘরে বোল, দেখিতেছি খড়গাছি নাই।।১৮৬।।

প্রাকৃত-দেবগণের সকাম-যজন ফলে নাগরিকগণের জড়-সুখ-সম্পদ্-ভোগের দৃষ্টান্তোল্লেখ-দ্বারা শ্রীধরের নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তি ও সন্তুষ্টিরূপ চিত্তবৃত্তি-পরীক্ষণ—

দেখ, এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে' সব নগরিয়া।।"১৮৭।।

শ্রীধরের কৃষ্ণে শরণাগতি ও বৈরাগ্যমূলক সদুত্তর—

শ্রীধর বোলেন,—"বিপ্র, বলিলা উত্তম।
তথাপি সবার কাল যায় এক-সম।।১৮৮।।
রত্ন ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে'।
পক্ষিগণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে।।১৮৯।।
কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়।
সবে নিজ-কর্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়।।"১৯০।।

অকারণে কলহোৎপাদনার্থ নিমাইর অলীক গুপ্তধন-প্রকাশ-দ্বারা শ্রীধরকে ভীতি-প্রদর্শন—

প্রভু বোলে,—"তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন।।১৯১।।
তাহা মুই বিদিত করিমু কত দিনে।
তবে দেখি, তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে?"১৯২।।
শ্রীধর বোলেন,—"ঘরে চলহ, পণ্ডিত।
তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত।।"১৯৩।।

শ্রীধরকে মিথ্যা ভীতি-প্রদর্শনপূর্বক নিমাইর তৎসকাশে কিছু আদায়ের চেষ্টা—

প্রভু বোলে,—"আমি তোমা' না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা', তাহা বোল এইক্ষণে।।"১৯৪।।

শ্রীধরের স্বীয় দীন-জীবিকা-বর্ণন—

শ্রীধর বোলেন,—"আমি খোলা বেচি' খাই।
ইহাতে কি দিমু, তাহা বলহ, গোসাঞি!"১৯৫।।

শ্রীধরের গুপ্তধন ত্যাগপূর্বক আপাততঃ বিনা-মূল্যে তৎসমীপে নিমাইর কন্দ-মূলাদি-যাচ্ঞা—

প্রভু বোলে,—"যে তোমার পোতা ধন আছে।
সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে।।১৯৬।।
এবে কলা, মূলা, থোড় দেহ' কড়ি-বিনে।
দিলে, আমি কন্দল না করি তোমা' সনে।।"১৯৭।।

শ্রীধরের নিমাই-কর্তৃক প্রহার-ভয়—

মনে ভাবে শ্রীধর,—"উদ্ধত বিপ্র বড়।
কোন্ দিন আমারে কিলায় পাছে দড়।।১৯৮।।

বিনা মূল্যে কন্দ-মূলাদি বিক্রয়ে অসামর্থ্য-সত্ত্বেও সহজ-প্রেমবশে নিমাইকে তৎসমুদয় দান করিতে সঙ্কল্প—

মারিলেও ব্রাহ্মণেরে কি করিতে পারি?
কড়ি বিনা প্রতিদিন দিবারেও নারি।।১৯৯।।
তথাপিহ বলে-ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে।
সে আমার ভাগ্য বটে, দিমু প্রতিদিনে।।"২০০।।

গাঁঠি,—(সংস্কৃত গ্রন্থি শব্দের অপভ্রংশ), গাঁট, 'গিঠা', 'গিরা', 'গেরো'।

প্রভু পুনরায় বলিলেন,—তোমার ছিন্ন-বস্ত্রের বহু-স্থানে অর্থাৎ নানা-অংশে গ্রন্থিবন্ধন এবং জীর্ণকুটিরস্থিত চালের বা ছাদের স্থানে-স্থানে পর্ণাভাব দেখা যাইতেছে।।১৮৬।।

প্রভু আরও বলিলেন,—নিত্যসেব্য শ্রীভগবানের পূজা না করিয়া ধনজনলাভ ও শত্রুবিজয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সুখকর কার্যের সম্পাদিকা বরদাত্রী চণ্ডিকা-দেবীর পূজা এবং সর্পাদি হইতে লোকের ভীতি-দূরকারিণী বিষহরির পূজা-দ্বারা সেব্যাভিমানী শাক্তেয়-মতবাদিগণ কেমন সুখ-স্বচ্ছন্দে ভোজ্যাদি লাভ করিয়া সুখে বাস করে, আর তুমি ভগবৎসেবা-রত হইয়া ভগবানের নিকট কোন ঐহিক-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-লাভের প্রত্যাশা না করিয়া নিজের উপর এইরূপ দুর্দশা আনয়ন কবিয়াছ।' শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তরাজ শ্রীধরের প্রতি এই প্রশ্ন-দ্বারা জগতে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তি ও সুদর্শনের চিত্র প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর স্বকৃত 'জৈবধর্ম' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রাপঞ্চিক উন্নতিলিপ্সু শাক্তেয়-মতবাদিগণের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, বৈষ্ণবগণের বাহ্য দরিদ্রতা-দর্শনে শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইয়া জড়জগতের অভ্যুদয়কামি-সম্প্রদায় নিজের নশ্বর

নিমাইকে তৎকৃত কলহ-ভয়ে বিনা-মূল্যে কন্দ-মূলাদি প্রদানে শ্রীধরের সম্মতি—

চিন্তিয়া শ্রীধর বোলে,—''শুনহ, গোসাঞি।
কড়ি-পাতি তোমার কিছুই দায় নাই।।২০১।।
থোড়, কলা, মূলা, খোলা দিমু ভাল-মনে।
তবে আর কন্দল না কর আমা'-সনে।।''২০২।।

নিমাইর কলহ-পরিত্যাগে সম্মতি ও কন্দ-মূলাদি-প্রদানার্থ শ্রীধরকে অনুরোধ—

প্রভু বোলে,—''ভাল ভাল, আর দ্বন্দ্ব নাই।
তবে থোড়, কলা, মূলা ভাল যেন পাই।।''২০৩।।

প্রভুর প্রত্যহ ভক্তের শ্রদ্ধা-প্রদত্ত কন্দ-মূল-নৈবেদ্য-ভোজন—

শ্রীধরের খোলায় নিত্য করেন ভোজন।
শ্রীধরের থোড়-কলা-মূলা শ্রীব্যঞ্জন।।২০৪।।
শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।
তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ-মরিচের ঝালে।।২০৫।।

শ্রীধরকে নিমাইর স্বীয় প্রতীতি বা পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বোলো,—''আমারে কি বাসহ, শ্রীধর!
তাহা কহিলেই আমি চলি' যাই ঘর।।২০৬।।

শ্রীধর নিমাইকে বিষ্ণুর অবতার বলায়, নিমাইর কৌশলে নিজ-স্বরূপ গোপনন্দনত্ব-কথন—

শ্রীধর বোলেন, ''তুমি বিপ্র—বিষ্ণু-অংশ।''
প্রভু বোলে,—''না জানিলা, আমি গোপ-বংশ।।২০৭।।

শ্রীধরের নিমাইকে মিশ্র-নন্দন-রূপে দর্শন, নিমাইর আপনাকে গোপ-নন্দন-রূপে বর্ণন—

তুমি আমা' দেখ,—যেন ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল।
আমি আপনারে বাসি যেহেন গোয়াল।।''২০৮।।

নিমাইর মুখে তদীয় গূঢ় স্বরূপ-পরিচয়-রহস্য শ্রবণেও ভগবদিচ্ছায় শ্রীধরের তৎস্বরূপানুপলব্ধি—

হাসেন শ্রীধর শুনি' প্রভুর বচন।
না চিনিল নিজ-প্রভু মায়ার কারণ।।২০৯।।

বাহ্য ধন-জন-পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ও কাপট্য-সূচক সত্যতায় অহঙ্কার স্ফীত হইয়া নানাপ্রকার অভাব ও হীনতার বিচার করেন, বস্তুতঃ বৈষ্ণবগণই যে ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীনারায়ণের যাবতীয় সম্পত্তির এক মাত্র স্বত্বাধিকারী, তাহা বিচার করেন না।।১৮৭।।

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীধরবিপ্র বলিলেন,—বিষ্ণোপাসক ব্যতীত অন্য দেবের উপাসক সম্প্রদায় প্রাপঞ্চিক তারতম্য বিচারে শ্রেষ্ঠ হইলেও বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণব, উভয়ে একই ভাবে কাল যাপন করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে অবৈষ্ণব হরিসেবায় উদাসীন থাকিয়া জাগতিক উন্নতির দ্বারা নিজের ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে ব্যস্ত, আর বৈষ্ণব প্রাপঞ্চিক জড় উন্নতির প্রতি উদাসীন হইয়া সর্বদা ভগবৎসেবা-তৎপর হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে ভোগীর অভিনয় করিবার সময় পান না। লোকপতি রাজা যে-ভাবে অসংখ্য মণি-মাণিক্য-ধন-রত্নৈশ্বর্যপূর্ণ প্রাসাদে অপরিমিত যত্ন, স্নেহ ও আদরের মধ্যে বাস করিয়া, স্বীয় আজ্ঞাবহ বহু ভৃত্য-পরিকরাদির প্রভুত্বসূত্রে অনায়াসে আশানুরূপ প্রচুর মূল্যবান্ ভোজ্য ও পরিধেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্বক যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া কাল যাপন করেন, জগন্মাতা প্রকৃতির অযত্নপুষ্ট পক্ষিগণও তদ্রূপ একইভাবে উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় তুচ্ছ-তৃণাদি-দ্বারা নীড় নির্মাণপূর্বক অপরের সাহায্য ব্যতীত একাকী পরিশ্রম-সহকারে যে-কোন স্থান হইতে নিজ-নিজ-আহার্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিন কাটায়। সকলের একইভাবে কাল অতিবাহিত হইতেছে এবং সকলেই নিজ-নিজ-কর্মফলে সুখ-দুঃখাদি লাভ করিয়া প্রপঞ্চে বাস করিতেছে। আমিও স্বকর্মফলে নিজবুদ্ধি ও রুচি অনুসারে বাহ্য জাগতিক উন্নতিকামী না হইয়া ভগবৎসেবায় কালাতিপাত করিতেছি; সুতরাং প্রাপঞ্চিক অবস্থার তারতম্য-বিচারে আমার কোন প্রয়োজন দেখি না। সমদৃষ্টির নিকট উপাদান বিচারে ভোগের কোনও তারতম্য নাই; পরন্তু ভোগ্যের তারতম্য-বিচারে গৃহীত উচ্চাবচ ভাব-জনিত উপাদেয়তা ও অনুপাদেয়তাই লক্ষিত হয়। পূর্বকালে লোকের অশন-বসন-ক্রয়ের বিলাস-বৈচিত্র্যের অভাবে দীনতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রবল ছিল; কালবশে মানব ক্রমশঃ ঐহিক জড়-ভোগ-সুখে অধিকতর ব্যস্ত হইয়া জড়পদার্থ-বিজ্ঞানাদির সাহায্যে ব্যবহারিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতেছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে এতদুভয়কালীন জনগণের সুখদুঃখাদির তারতম্য বা প্রভেদ বড় বেশী নাই। যদিও অবলম্বনীয় বস্তুর বিস্তার ও সঙ্কীর্ণতা আছে, সত্য, তথাপি বদ্ধজীব স্ব-স্ব-বাসনাফলে কর্মফল ভোগের আবাহন করে বলিয়া সকল জীবেরই দিন বা কাল সমভাবেই অতিবাহিত হইয়া যায়। তবে যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা সেবা-সুখ লাভ করিয়া বহিঃপ্রতীত দুঃখকেও সুখ জ্ঞানে

নিমাই-কর্তৃক নিজ-গঙ্গেশত্ব-বর্ণন—

প্রভু বোলে,—"শ্রীধর, তোমারে কহি তত্ত্ব।
আমা' হৈতে তোর সব গঙ্গার মহত্ত্ব।।"২১০।।

গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণন-দ্বারা নিমাইকে শ্রীধরের তিরস্কার—

শ্রীধর বলেন,—"ওহে পণ্ডিত-নিমাঞি।
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই?২১১।।

চাপল্য-নিবন্ধন নিমাইকে ভর্ৎসন—

বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়ে।
তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাড়য়ে।।"২১২।।

অতঃপর নিমাইর স্ব-গৃহে গমন—

এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি'।
আইলেন নিজ-গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।২১৩।।

গৃহে আসিয়া নিমাইর বিষ্ণু-মন্দির-দ্বারে উপবেশন;
ছাত্রগণেরও গৃহাভিমুখে প্রস্থান—

বিষ্ণুদ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যা'র যথা ঘর।।২১৪।।

পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে নিমাইর কৃষ্ণভাবোদয়—

দেখি' প্রভু পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনচন্দ্র-ভাব হইল হৃদয়।।২১৫।।

নিমাইর মুরলীধ্বনি ও একমাত্র শচীরই তচ্ছ্রবণ—

অপূর্ব মুরলী-ধ্বনি লাগিলা করিতে।
আই বই আর কেহ না পায় শুনিতে।।২১৬।।

মুরলীধ্বনি-শ্রবণে শচীর মূর্চ্ছা—

ত্রিভুবন-মোহন মুরলী শুনি' আই।
আনন্দ-মগনে মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঞি।।২১৭।।

মূর্চ্ছান্তে পুনরায় মুরলীধ্বনি শ্রবণ—

ক্ষণেকে চৈতন্য পাই, স্থির করি' মন।
অপূর্ব মুরলী-ধ্বনি করেন শ্রবণ।।২১৮।।

নিমাইর অবস্থান-দিকে শচীর
বংশীধ্বনি-শ্রবণ—

যেখানে বসিয়া আছে গৌরাঙ্গসুন্দর।
সেইদিকে শুনিলেন বংশী মনোহর।।২১৯।।

অবিমিশ্র-সুখে কাল যাপন করেন, আর যাহারা ভগবৎ-সেবেতর জড়ভোগে নিরত, তাহারা নশ্বর মিশ্র সুখদুঃখে দিন কাটায়।।১৯০।।

শ্রীধরের কথা শুনিয়া বলিলেন,----'তুমি প্রচুর ধনে ধনী; তোমার বাহ্য জাগতিক-ধনসংগ্রহের প্রয়োজন নাই। সুতরাং বাহ্যজগতের কোন অভাবকেই তোমার 'অভাব' বলিয়া বোধ হয় না। যিনি—পরিপূর্ণ শক্তিমান্ ভগবানের সেবায় নিরত, তাঁহার কোনপ্রকার দুর্বলতা বা অভাব থাকিতে পারে না। আমি আর কিছুদিন পরে বৈষ্ণবের সর্বধনে স্বত্বাধিকারের কথা বৈষ্ণবের তত্ত্বে ও মহত্ত্বে অনভিজ্ঞ মানবকুলকে জ্ঞাপন করিব। বৈষ্ণব যে সর্বোত্তম এবং সর্বৈশ্বর্যের অধিকারী ও সকল বস্তুর মালিক, তাহা আর গুপ্ত থাকিবে না; তাহা আমি অচিরেই সমগ্র মূর্খ অনভিজ্ঞ জগতের নিকট ব্যক্ত করিব।' ইন্দ্রিয়পরায়ণ, লুব্ধ প্রপঞ্চানুশীলনকারী অক্ষজ-জ্ঞানিগণ স্বীয় খণ্ডিত পরিমিত মাপকাঠিতে বৈষ্ণবের চতুরতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠতা মাপিয়া লইতে পারে না, তজ্জন্য তাহারা বৈষ্ণবের নিকট কৃপা-লাভে এবং সত্যদর্শনে বঞ্চিত হয় মাত্র। তাহাদের যোগ্যতার মূল্য কম বলিয়া বৈষ্ণবগণ নিজস্বরূপ তাঁহাদের নিকট আবৃত করিয়া থাকেন।।১৯১-১৯২।।

প্রভু বাহিরে শাক্তেয় মতবাদীর বিচার-প্রণালী গ্রহণ করিয়া শ্রীধরের ভক্তিপথের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। জগতে সাধারণলোকের মধ্যে যেরূপ মতভেদ আছে, তদ্রূপ মতভেদের অভিনয় করিয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্বীয় ভক্তের অর্থাৎ বৈষ্ণবের বিচার-প্রণালী ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতেছেন।।

শ্রীধর এবং প্রভু স্বয়ং, পরস্পর দাতা-গ্রহীতার অভিনয় প্রদর্শনান্তে শ্রীধরের নিকট হইতে প্রভু তাঁহার গূঢ় আন্তর ও বাহ্য ব্যবহারিক সম্পত্তির অংশ-গ্রহণে যত্ন করিতেছেন।।

প্রভু স্বয়ং দারিদ্র্য ও অভাবের লীলা প্রদর্শন করিয়া অভাবগ্রস্ত দরিদ্র জনগণের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশ্যে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম লব্ধ-দ্রব্যের সেবা গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীধর বলিলেন,—আমার সম্পত্তির মধ্যে যাহা আছে, তদ্দ্বারা আপনার বিচারেই আমার সঙ্কুলান হয় না, সুতরাং আমি প্রচুর ধনশালী ব্যক্তির ন্যায় অধিক-পরিমাণে দান করিতে পারিব না। আপনাকে

বাহিরে আসিয়া নিমাইকে বিষ্ণুগৃহদ্বারে উপবিষ্ট-দর্শন—

অদ্ভুত শুনিয়া আই আইলা বাহিরে।
দেখে,—পুত্র বসিয়াছে বিষ্ণুর দুয়ারে।।২২০।।

অতঃপর নিঃশব্দ ও পুত্রবক্ষে চন্দ্র-দর্শন—

আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ।
পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ।।২২১।।

নির্বাক্ হইয়া শচীর চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত—

পুত্র-বক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে।
বিস্মিত হইয়া আই চা'হে চারিভিতে।।২২২।।

গৃহে আসিয়া তৎকারণ-নির্ণয়ে বিফল চেষ্টা—

গৃহে আসি' বসি' আই লাগিলা চিন্তিতে।
কি হেতু,—নিশ্চয় কিছু না পারে করিতে।।২২৩।।

শচীর বিবিধ ঐশ্বর্য-দর্শন—

এইমত কত ভাগ্যবতী শচী আই।
যত দেখে প্রকাশ, তাহার অন্ত নাই।।২২৪।।

কখনও রাত্রিতে রাসক্রীড়াবৎ বহুলোকের একত্র নৃত্য-গীত-শ্রবণ—

কোনদিন নিশাভাগে শচী আই শুনে।
গীত, বাদ্য-যন্ত্র বা'য় কতশত জনে।।২২৫।।
বহুবিধ মুখবাদ্য, নৃত্য, পদতাল।
যেন মহা-রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল।।২২৬।।

কখনও সর্ব ভবনকে আলোকিত দর্শন—

কোনদিন দেখে সর্ব-বাড়ী ঘর-দ্বার।
জ্যোতির্ময় বই কিছু না দেখেন আর।।২২৭।।

আমি কি দিতে পারি? জড়জগতে প্রমত্ত কর্মবীরগণ স্ব-স্ব ক্রিয়া সাধিত-ফলভোগেই ব্যস্ত। তাঁহারা উহার কিছু অংশ প্রদান করিয়া দাতৃ-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু আমার ন্যায় সম্পত্তিহীন দরিদ্র ব্যক্তির তাদৃশ প্রতিষ্ঠা-লাভের সম্ভাবনা নাই।।১৯৫।।

তদুত্তরে প্রভু বলিলেন,—তুমি যে পারমার্থিক ধনে ধনী, সম্প্রতি তাহা আমি চাই না, কিন্তু তোমার বাহিরের দিকে যে ধন আছে, তাহারই অংশলাভে যত্ন করিতেছি। আমি তোমার নিকট হইতে পারমার্থিক সেবা কিছুকাল পরে গ্রহণ করিব, সম্প্রতি সাধকোচিত সেবা-দ্বারা আমার অভাব পূরণ কর। আমি গুরুরূপে সাধন-ভক্তির ভজনীয় তত্ত্বান্তর্গত। সুতরাং এক্ষণে তোমার নিকট হইতে ব্যবহারিক ধনসমূহেরঅংশ সমর্পণ-মুখে গ্রহণ করিব। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে,—"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ।।" কোন কোন সংসার-প্রমত্ত ব্যক্তি মনে করেন যে, সম্প্রতি যে-সকল কার্য আমাদের অবশ্য-করণীয়রূপে উপস্থিত আছে অর্থাৎ ইহজগতে নীতিশাস্ত্রানুমোদিত যে সকল কর্তব্যকর্ম বর্তমান, তাহাই মনুষ্যশরীর থাকা-কাল পর্যন্ত সর্বতোভাবে পালন করা কর্তব্য, তদতিরিক্ত ঈশ্বর সম্বন্ধিনী ভক্তির কোনই আবশ্যকতা নাই; যেহেতু ঈশ্বরতত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চান্তর্ভুক্ত বস্তু নহেন বা তদ্বিরুদ্ধ-জাতীয় বস্তুবিশেষ। সুতরাং আমরা জীবিতাবস্থায় ভোগপর কর্মী থাকিব এবং ফলভোগপরতাই আমাদের একমাত্র নিত্যবৃত্তি হইবে। ভগবৎসেবা আমাদিগের বৃত্তি নহে; পরলোকে বা জীবিতোত্তরকালে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।' কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, ইহকালে দৃশ্যবস্তুসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবদ্বয়ে লক্ষিত হয়। সেবা ও ভোগ, উভয় বৃত্তিই প্রত্যেক-বস্তুতে ব্যক্তাব্যক্ত-ভাবদ্বয়ে অবস্থিত। পূজ্য বিচারে যে ভোগের অস্তিত্ব প্রতীত হয়, তন্মধ্যে ভোগের আংশিক প্রতীতির অবস্থিতি-নিবন্ধন কেহ যেন পূজ্য ভাবকেই অপর সেবকভাবের সহিত সমপর্যায় গণনা না করেন। পূজ্য-বিচারে ভোগের আদর্শ সর্বতোভাবে কুণ্ঠিত। পূজকের স্বরূপোদ্বোধনেই পূজার সুষ্ঠুতা, পূজ্যের দর্শনে সুষ্ঠুতা এবং পূজোপকরণের নির্মলতা অবস্থিত। আপাতবহির্দর্শনে অর্চনাদিতে বহু বহির্ভাবযুক্ত ব্যাপারের অধিষ্ঠান লক্ষিত হয়, কিন্তু শ্রুতির উদ্দিষ্ট যথার্থ তাৎপর্য বা সার গ্রহণ করিবার বুদ্ধি উদিত হইলে ভোগ বা ত্যাগের অতীত পারে অবস্থিত কেবলা-ভক্তির স্বরূপ দৃষ্ট হয়। কোন কোন ঐহিক জড়সর্বস্ব ভোগী ব্যক্তি মনে করেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুসকল—কেবলমাত্র জীব-ভোগ্য ও ভগবৎসেবার অযোগ্য অর্থাৎ ভগবৎসেবোপকরণ নহে; পরন্তু যাবতীয় বস্তুর ভগবৎসেবা ব্যতীত কেবলমাত্র জীবের ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ-পিপাসা-বর্ণনেই অধিকতর সুষ্ঠুভাবে উপযোগিতা আছে। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—'সকল-বস্তুকেই কৃষ্ণ সম্বন্ধিরূপে দর্শন করা যায়, কেবল জীবগণের নিজেন্দ্রিয় তর্পণাসক্তি পরিত্যাগ করিলেই তাদৃশ দর্শন সম্ভব। কৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বস্তুনিচয়কে প্রাপঞ্চিক-বস্তু জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলে বৈরাগ্যের অপব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ জড়াভিনিবেশ-ত্যাগ ও ভগবানে মনোনিবেশই বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য।।"১৯৬।।

কখনও পদ্মপাণি অলৌকিক স্ত্রীগণের দর্শন—

কোনদিন দেখে অতি-দিব্য নারীগণ।
লক্ষ্মী-প্রায় সবে, হস্তে পদ্ম-বিভূষণ।।২২৮।।

কখনও উজ্জ্বলমূর্তি দেবগণের দর্শন—

কোনদিন দেখে জ্যোতির্ময় দেবগণ।
দেখি' পুনঃ আর নাহি পায় দরশন।।২২৯।।

শুদ্ধসত্ত্বময়ী অভিন্ন-দেবকী বাৎসল্য-রসবিগ্রহ শচীদেবীরই গৌর-কৃষ্ণৈশ্বর্য-দর্শন-যোগ্যতা—

আইর এ-সব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে।
বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বেদে যাঁরে কহে।।২৩০।।

তাদৃশ শচীদেবীর দৃষ্টিমাত্রেই জীবের চিত্তশুদ্ধিফলে ভগবদৈশ্বর্য-দর্শন-যোগ্যতা—

আই যা'রে সকৃৎ করেন দৃষ্টিপাতে।
সেই হয় অধিকারী এ সব দেখিতে।।২৩১।।

স্বানুভবানন্দে গৌর-কৃষ্ণের নবদ্বীপে লীলা—

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর বনমালী।
আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতূহলী।।২৩২।।

নিমাইর নানা ভাবে স্বীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ সত্ত্বেও তদিচ্ছাবশে সকলের তত্ত্বানুপলব্ধি—

যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা' প্রকাশে।
তথাপিহ চিনিতে না পারে কোন দাসে।।২৩৩।।

শ্রীধর-বিপ্র মনে করিলেন,---'প্রভু অত্যন্ত উদ্ধত-স্বভাব। যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে আমি কার্য না করি, তাহা হইলে তিনি আমাকে প্রহার করিতেও পারেন। আবার, আমি স্বয়ং দরিদ্র,---নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-নির্বাহে পর্যন্ত অসমর্থ। সুতরাং বিনা-মূল্যে কিছু দান করাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে; তথাপি 'ব্রাহ্মণ'--ভাগবতবিগ্রহ, তাঁহাকে কোন না কোন-প্রকারে নিষ্কপট সাহায্য করিতে পারিলে আমারই সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা; তজ্জন্য তিনি বল বা কৌশল পূর্বক আমার যে কোন দ্রব্যটিকেই গ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই, প্রত্যহই আমি উহা দিতে প্রস্তুত থাকিব। বল অথবা ছলনা বিস্তার করিয়াও যদি এই ব্রাহ্মণ আমা-কর্তৃক কোনও প্রকারে উপকৃত হন, তাহা হইলে উহা আমার সৌভাগ্যের ফল বলিয়াই আমি জ্ঞান করিব।' এই লীলা-দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর ও ভক্ত শ্রীধর নিজ-কল্যাণকামী জীবকুলকে অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জন করিবার আদর্শ দেখাইতেছেন। যদিও স্মার্ত-সম্প্রদায় অথবা নীতি প্রবণ ব্যক্তিগণ উভয়ের এতাদৃশ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও উহাকে আপাত-বৈষম্যপূর্ণ বলিয়া বিচার করেন, তথাপি জীবের শুদ্ধস্বরূপ জ্ঞানোদয় হইলে উহাকে পরিণামে অশেষ মঙ্গলপ্রদ বলিয়াই তিনি জানিতে পারেন। যে-সকল লোক-কল্যাণকামী মহাপুরুষ দীন-জীবগণকে এইরূপ অজ্ঞাত-সুকৃতির সুযোগ প্রদান করেন, তাঁহাদের উঁহাদের প্রতি আপাত-দৃষ্ট বল-প্রয়োগ ও ছলনা-কেবলমাত্র পরের (অর্থাৎ সেইসকল দীন-জীবের) উপকারের জন্যই জানিতে হইবে।।২০০।।

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীধর তাঁহাকে বলিলেন,---'পণ্ডিত! তুমি বিষ্ণুর অংশ।' প্রভু উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,---'আমি বিষ্ণুর অংশ না হইলেও অর্থাৎ অংশী স্বয়ংরূপ বলিয়াই গোয়ালার বংশোদ্ভূত অর্থাৎ নন্দনন্দন কৃষ্ণস্বরূপ।।২০৭।।

যদিও তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ-তনয়রূপে দেখিতেছ, তাহা হইলেও আমি নিজকে গোপনন্দন বলিয়াই জানি।।''২০৮।।

শ্রীগৌরসুন্দর সম্প্রতি নিজের ছন্ন বা গূঢ় বিদ্যা-বিলাসলীলা গুপ্ত রাখিবার ইচ্ছা করায়, নিরঙ্কুশ ভগবদিচ্ছা বশে ভক্তরাজ শ্রীধর নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইয়াও স্বীয় নিত্যসেব্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের আত্মগোপন-লীলা সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।।২০৯।।

প্রভু শ্রীধরকে নিজতত্ত্ব বলিতে গিয়া কহিলেন,---''তুমি যে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গার বিশেষ মাহাত্ম্য অবগত আছ, সেই গঙ্গা ও গঙ্গার যাবতীয় লোকপূজ্য মাহাত্ম্য আমা হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে অর্থাৎ আমিই তাহার মূল কারণ।।''

তদুত্তরে শ্রীধর বলিলেন,---'তুমি এতাদৃশ ধৃষ্ট যে, লোক পাবনী গঙ্গাকে পর্যন্ত 'পাপনাশিনী' বলিয়া তোমার বিশ্বাস নাই! এমন কি, নিজকে গঙ্গা হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তুমি গঙ্গার পর্যন্ত জনকাভিমান করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছ।২১১।।

মানুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বাল-চাপল্য ক্রমশঃ খর্ব হয়, কিন্তু একি! ---তোমার, দেখিতেছি, বয়োবৃদ্ধির সহিত চাঞ্চল্যই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে!' ২১২।।

নিমাইর অতুলনীয় পাণ্ডিত্যগর্ব-দর্প-দম্ভ—

হেন সে ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে।।২৩৪।।

ঈশ্বরের প্রত্যেক লীলারই অদ্বিতীয়ত্ব—

যখন যেরূপে লীলা করেন ঈশ্বর।
সেই সর্ব-শ্রেষ্ঠ, তা'র নাহিক সোসর।।২৩৫।।

পূর্বে (১) যুযুৎসার উদয়ে স্বীয় অদ্বিতীয় যোদ্ধৃত্ব-প্রকাশ—

যুদ্ধ-লীলা-প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন।
অস্ত্র-শিক্ষা-বীর আর না থাকে তেমন।।২৩৬।।

(২) সম্ভোগোদয়ে স্বীয় অপ্রাকৃত কামদেবত্ব-প্রকাশ—

কাম-লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়।।২৩৭।।

(৩) ঐশ্বর্য-বুভুক্ষার উদয়ে স্বীয় অনন্ত বৈভব-প্রাকট্য—

ধন বিলসিতে সে যখন ইচ্ছা হয়।
প্রজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময়।।২৩৮।।

তদ্রূপ অধুনা অদ্বিতীয় পণ্ডিতাভিমানী হইয়াও পরে যতিরাজ-রূপে অদ্বিতীয় বৈরাগ্যযুক্ ভক্তিরস-প্রকাশ—

এমন উদ্ধত গৌরসুন্দর এখনে।
এই প্রভু বিরক্ত-ধর্ম লইবে যখনে।।২৩৯।।
সে বিরক্তি-ভক্তি-কণা কোথা ত্রিভুবনে?
অন্যে কি সম্ভবে তাহা?—ব্যক্ত সর্বজনে।।২৪০।।

সর্বযুগে অদ্বিতীয়-লীলাময় হইয়াও স্বভক্ত সমীপে স্বভাবতঃ পরাজিত—

এইমত ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম।
সবে সেবকেরে হারে, সে তাহান ধর্ম।।২৪১।।

পৃষ্ণিগর্ভা দেবকী বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী। শুদ্ধ বাৎসল্যরসে যশোদা-দেবকী-শচী প্রভৃতি মাতৃগণ ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং মাতৃগণ ভগবানের পূজ্যা হইলেও ভগবানের চিন্ময় শুদ্ধদাস্য হইতে বঞ্চিতা নহেন।।২২৯।।

গৌরসুন্দর বনমালী,---অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর।।

নিরঙ্কুশ-লীলেচ্ছাময় "লীলাকল্লোলবারিধি" অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরই যুযুৎসু হইয়া শ্রীহয়শীর্ষাবতারে মধু ও কৈটভ, শ্রীবরাহ ও শ্রীনৃসিংহাবতারে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু এবং শ্রীরাঘবাবতারে রাবণাদি অসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; অবতারী কৃষ্ণের সম্ভোগলীলায় অসংখ্য গোপ-ললনার সহিত রাসক্রীড়ায় প্রমত্ত হন, আবার প্রজাবর্গের গৃহে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ নিধিপতি ঈশ্বররূপে ধন-বিলাস প্রদর্শন করেন। এতাদৃশ নানাবিচিত্র-লীলাময় ভগবান্ গৌরসুন্দরই বহুবিধ ঔদ্ধত্য ও চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতে সর্বাপেক্ষা পটু ও পারদর্শী। আবার, যখন গৌরসুন্দর সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিবেন, তখন ভগবদিতর-কথায় বিরক্তি, পরেশানুভূতি ও সেবাপরায়ণতার সর্বোত্তম আদর্শ তিনি ভগবৎসেবাভিলাষী জীবগণের নিকট প্রদর্শন করিবেন। তাঁহার প্রদর্শিত বৈরাগ্য ও ভক্তির অণু-অংশের তুলনাও সমগ্র ত্রিভুবনে সর্বত্র দুর্লভ। ত্রিজগতে কুত্রাপি ঐপ্রকার কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তির আদর্শ দৃষ্ট হইবে না,---একথা সকলেই জানেন।

অবতারী গৌরসুন্দর যুদ্ধার্থ অস্ত্রশিক্ষা, লক্ষার্বুদ-বনিতা বিজয় বা ধন-বিলাসাদি লীলা এই গৌরলীলায় প্রদর্শন করেন নাই; পরন্তু অন্যান্য অবতারেই সেই সকল লীলা দেখাইয়াছেন। এ বারে তিনি অবতারী হইয়া ঔদার্যলীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সম্ভোগ-লীলাদি ঔদার্যপ্রধান গৌরলীলার অভ্যন্তরে প্রদর্শন করেন নাই। গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ তাঁহাকে লোকচক্ষে কলঙ্কিত করিবার মানসে তাঁহার লোকাদর্শ পূতচরিত্রে ব্যভিচারাদির আরোপ করেন; উহা তাঁহাদের অপরাধ-জনক চিত্তবৃত্তি বলিয়া জানিতে হইবে।।২৩৫-২৪০।।

ঈশ্বরের কর্ম,---বশ্যের কর্ম অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ,---প্রথমটী 'প্রাকৃত' ও 'অসমোর্ধ্ব'; সুতরাং অতুলনীয়, নিত্য ও উপাদেয়; আর শেষোক্তটী 'প্রাকৃত' বা 'লৌকিক', 'খণ্ড', 'হেয়' ও 'নশ্বর'। আবার ঈশ্বরের ধর্ম অপেক্ষা ঈশ্বরপ্রেম বশ্যগণের ধর্ম আরও অধিকতর উপাদেয় বলিয়া তাহা ঈশ্বরের ধর্মকেও পরাজয় করিতে সমর্থ। পদ্মপুরাণ বলেন,---আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চনম্।।"২৪১।।

একদিন ছাত্রবেষ্টিত নিমাইর রাজপথে আগমন—

একদিনে প্রভু আইসেন রাজ-পথে।
পাচঁ সাত পড়ুয়া প্রভুর চারিভিতে।।২৪২।।

তৎকালীন নিমাইর ভুবনমোহন বেশ ও রূপ বর্ণন—

ব্যবহারে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান।
অঙ্গে পীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান।।২৪৩।।
অধরে তাম্বূল, কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বোলে,—"মূর্তিমন্ত এই কি মদন?"২৪৪।।
ললাটে তিলক-ঊর্ধ, পুস্তক শ্রীকরে।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্মনেত্রে সর্ব-পাপ হরে'।।২৪৫।।

ছাত্রগণ-বেষ্টিত হইয়া চঞ্চলভাবে গমন—

স্বভাবে চঞ্চল পড়ুয়ার বর্গ-সঙ্গে।
বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে।।২৪৬।।

পথিমধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত-সহ সাক্ষাৎকার—

দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস।
প্রভু দেখি' মাত্র তা'ন হৈল মহা-হাস।।২৪৭।।

নিমাইর প্রণাম, শ্রীবাসের আশীর্বাদ—

তা'নে দেখি' প্রভু করিলেন নমস্কার।
"চিরজিবী হও" বোলে শ্রীবাস উদার।।২৪৮।।

শ্রীবাসপণ্ডিতের নিমাইকে গন্তব্য-পথ-জিজ্ঞাসা—

হাসিয়া শ্রীবাস বোলে,—"কহ দেখি, শুনি?
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি?২৪৯।।

কৃষ্ণভজন প্রদর্শন না করায় নিমাইকে ভর্ৎসনা—

কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি-কার্যে গোঙাও?
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও?২৫০।।

বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণে মতি এবং ভক্তিই উত্তম শাস্ত্র-অধ্যয়ন-ফল, নচেৎ জড়-বিদ্যানুশীলন-ফলে অবিদ্যা-জনিত হেয় ও অবিদ্বৎ প্রতীতিরই বৃদ্ধি-লাভ—

পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে? ২৫১।।

নিমাইকে অতঃপর অবিলম্বে কেবলমাত্র কৃষ্ণভজনেই কালযাপনার্থ শ্রীবাসের আদেশ—

এতেক সর্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত', এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল।।"২৫২।।

সহাস্যে নিমাইর তৎপালনাঙ্গীকার—

হাসি' বোলে মহাপ্রভু,—"শুনহ, পণ্ডিত!
তোমার কৃপায় সেহ হইবে নিশ্চিত।।"২৫৩।।

অনন্তর সশিষ্য নিমাইর গঙ্গাতটে গিয়া উপবেশন—

এত বলি' মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা।
গঙ্গাতীরে আসি' শিষ্য-সহিতে মিলিলা।।২৫৪।।
গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দিকে বেড়িয়া বসিলা শিষ্যগণ।।২৫৫।।

শিষ্য-বেষ্টিত নিমাইর অনুপম-শোভা-সম্বন্ধে আদি-মহাকবি গ্রন্থকারের অদ্বিতীয় বর্ণন-চাতুর্য—

কোটি-মুখে সেই শোভা না পারি কহিতে।
উপমাও তা'র নাহি দেখি ত্রিজগতে।।২৫৬।।

(১) সকলঙ্ক নক্ষত্রপতি চন্দ্র-সহ নিষ্কলঙ্ক নিমাইর উপমার অযোগ্যতা—

চন্দ্র-তারাগণ বা বলিব, সেহো নয়।
সকলঙ্ক,—তা'র কলা ক্ষয়-বৃদ্ধি হয়।।২৫৭।।

সান্দীপনি-মুনি কৃষ্ণের শিক্ষক-সূত্রে, গর্গমুনি পুরোহিতসূত্রে, ভৃগুমুনি পরীক্ষক-সূত্রে এবং গৌরলীলায় ব্রহ্মানন্দপুরী ঈশ্বর-পুরীর গুরুভ্রাতা-সূত্রে, বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীবাসপণ্ডিত তাৎকালিক মর্যাদা-বিচারে ভগবান্‌কেও আপনা-অপেক্ষা নিম্ন (লঘু)-স্তরে অবস্থিত লাল্য বা স্নেহের পাত্র-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি গুরুজনোচিত ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ঐশ্বর্যরস বিচারে তাদৃশ ব্যবহার দাস্যের হানিজনক বলিয়া জানিতে হইবে।।২৪৮।।

একদিন পথে চলিতে চলিতে প্রভুর সহিত শ্রীবাস পণ্ডিতের সাক্ষাৎকার হইল। প্রভু প্রণাম করিলে, শ্রীবাস তাঁহাকে 'দীর্ঘজীবন-লাভ হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'নিমাই, কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য ইতরকর্ম করিয়া দিন যাপন করিলে কোন নিত্যমঙ্গল লাভের সম্ভাবনা থাকে না। পৃথিবীতে যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি কর্ম বর্তমান, ঐগুলির একমাত্র

সর্ব-কাল-পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক, তেঞি সে উপমা দূরে গেলা।।২৫৮।।

(২) একপক্ষাশ্রিত দেবগুরু-সহ সর্বত্র সমদর্শন নিমাইর উপমার অযোগ্যতা—

বৃহস্পতি-উপমাও দিতে না যুয়ায়।
তেঁহো একপক্ষ,—দেবগণের সহায়।।২৫৯।।
এ প্রভু—সবার পক্ষ, সহায় সবার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইঁহার।।২৬০।।

(৩) জীবচিত্তের মোহ বা বিকার-জনক কন্দর্প-সহ কন্দর্পদর্পহা চেতোদর্পণমার্জন ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপক বিশ্বম্ভরের উপমার অযোগ্যতা—

কামদেব-উপমা বা দিব, সেহো নয়।
তেঁহো চিত্তে জাগিলে, চিত্তের ক্ষোভ হয়।।২৬১।।
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে, সর্ববন্ধ-ক্ষয়।
পরম-নির্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয়।।২৬২।।

গঙ্গাতটে শিষ্য-বেষ্টিত নিমাইর অনুপম শোভার একমাত্র উপমা-বর্ণন—

এইমত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয়।
সবে এক উপমা দেখিয়া চিত্তে লয়।।২৬৩।।

একমাত্র যামুন-তটবর্তী গোপশিশু-বেষ্টিত নন্দনন্দন-সহ নিমাইর উপমা; উভয় স্বরূপই পরস্পরের উপমা—

কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দকুমার।
গোপবৃন্দ-মধ্যে বসি' করিলা বিহার।।২৬৪।।

সেই যামুন-বিলাসী গোপতনয় কৃষ্ণই অধুনা দ্বিজরাজ বিশ্বম্ভর—

সেই গোপবৃন্দ লই' সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি,—দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ।।২৬৫।।

নিমাইর অলৌকিক রূপে সকলেই আকৃষ্ট—

গঙ্গাতীরে যে-যে-জনে দেখে প্রভু-মুখ।
সেই পায় অতি-অনির্বচনীয় সুখ।।২৬৬।।

নিমাইর অলৌকিক-রূপ দর্শনে সকলের তৎসম্বন্ধে স্ব-স্ব-বুদ্ধিবৃত্ত্যনুযায়ী বিবিধ বিচার-প্রতীতি—

দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি-বিলক্ষণ।
গঙ্গাতীরে কাণাকাণি করে সর্বজন।।২৬৭।।
কেহ বোলে,—"এত তেজ মানুষের নয়।"
কেহ বোলে,—"এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-অংশ হয়।।"২৬৮।।
কেহ বোলে,—"বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই বুঝি,—এই কথন না নড়ে।।২৬৯।।
রাজ-চক্রবর্তী-চিহ্ন দেখিয়ে সকল।।"
এইমত বোলে যা'র যত বুদ্ধি-বল।।২৭০।।

তাৎকালিক অধ্যাপকগণের অধ্যাপনায় নিমাইর দোষারোপণ—

অধ্যাপক-প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গাসমীপে বসিয়া।।২৭১।।

'কর্তুমকর্তুমন্যথা'-করণে সমর্থ নিমাই পণ্ডিত—

'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া, শেষে সকল স্থাপয়।।২৭২।।

নিমাই কর্তৃক 'পণ্ডিত'-সংজ্ঞা-নির্দেশ ও তদীয় সগর্ব স্পর্ধোক্তি—

প্রভু বোলে,—"তা'রে আমি বলি যে 'পণ্ডিত'।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত।।২৭৩।।
সেই ব্যাখ্যা ব্যাখ্যান করিয়া আর-বার।
আমা' প্রবোধিবে,—হেন শক্তি আছে কা'র?"২৭৪।।

তাৎপর্য—কৃষ্ণভক্তিতেই পর্যবসিত। যদি বিদ্যানুশীলনের ফলে ভগদ্ভক্তি সঞ্জাত না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বিদ্যানুশীলন নিতান্ত ব্যর্থ ও নিষ্ফল মাত্র। তুমি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছ, সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া এখনই সর্বোত্তম অধ্যয়নের ফলস্বরূপ হরিভজন আরম্ভ কর।' তদুত্তরে প্রভু সহাস্যে বলিলেন,—'পণ্ডিত, তুমি ভক্ত, তোমার আশীর্বাদ-ক্রমে আমার অচিরেই ভগবৎপদে মতি হইবে।"২৫৩।।

প্রভু শিষ্যগণ-বেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন,—ইহাতে তিনপ্রকার উপমা প্রদত্ত হইয়াছে; যথা—(১) তারাগণ-বেষ্টিত চন্দ্র, (২) দেবগণ-বেষ্টিত বৃহস্পতি ও (৩) কামদেব। কিন্তু এই তিনপ্রকার উপমাই প্রভুর অসমোর্ধ্ব শ্রীরূপ ও উপবেশন-ব্যাপারটী সুষ্ঠুরূপে সম্যক্ বর্ণন করিতে অসমর্থ,—(ক) চন্দ্রের শশলাঞ্ছনরূপ কলঙ্ক ও কলার ক্ষয় বৃদ্ধি আছে,

সর্বগর্বহর সর্বেশ্বর প্রভুর অদ্বিতীয়ত্ব বা অসমোর্দ্ধত্ব—

এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।
সর্ব-গর্ব চূর্ণ হয় শুনিঞা সবার।।২৭৫।।

অদ্বিতীয় পণ্ডিত নিমাইর অনন্ত-শিষ্যৈশ্বর্য-বর্ণন—

কত বা প্রভুর শিষ্য, তা'র অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হই' পড়ে ঠাঞি ঠাঞি।।২৭৬।।

বিপ্র-তনয়গণের আচার্য-নিমাইকে প্রণাম ও তদন্তেবাসিরূপে অধ্যয়নার্থ কাকূক্তি—

প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণকুমার।
আসিয়া প্রভুর পা'য় করে নমস্কার।।২৭৭।।
''পণ্ডিত, আমরা পড়িবাঙ তোমা'-স্থানে।
কিছু জানি'—হেন কৃপা করিবা আপনে।।''২৭৮।।

সহাস্যে নিমাইর তদ্বিষয়ে সম্মতি-প্রদান—

''ভাল ভাল'',—হাসি' প্রভু বোলেন বচন।
এইমত প্রতিদিন বাড়ে শিষ্যগণ।।২৭৯।।

গঙ্গাতটে শিষ্যগণ-বেষ্টিত নিমাই পণ্ডিত—

গঙ্গাতীরে শিষ্য-সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া।
বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া।।২৮০।।

নিমাই পণ্ডিতের ঐশ্বর্য-বলে নবদ্বীপে শোক-ভয়াভাব—

চতুর্দিকে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক।
সর্ব-নবদ্বীপ প্রভু-প্রভাবে অশোক।।২৮১।।

নবদ্বীপে নিমাইর বিদ্যা-বিলাস-দর্শকেরও অতুল সৌভাগ্য—

সে আনন্দ যে-যে-ভাগ্যবন্ত দেখিলেক।
কোন্ জন আছে,—তা'র ভাগ্য বলিবেক?২৮২।।

তাদৃশ সুকৃতিশালিজনের দর্শনেও জীবের ভববন্ধ-ক্ষয়—

সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতি জন।
তা'নে দেখিলেও, খণ্ডে সংসার-বন্ধন।।২৮৩।।

একনিষ্ঠ গৌরভক্তবর গ্রন্থকারের স্বনিন্দা ও বিলাপোক্তি-দ্বারা দৈন্যাদর্শ-প্রদর্শন—

হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, না হইল তখনে!
হইলাঙ বঞ্চিত সে-সুখ-দরশনে! ২৮৪।।

আলোকে দর্শনাভাব, কিন্তু গৌরচন্দ্র—নিষ্কলঙ্ক ও ক্ষয়াদি-বর্জিত; (খ) বৃহস্পতি একপক্ষেরই (একমাত্র দেবগণেরই) গুরু, অপরপক্ষে অসুরগণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি নাই, কিন্তু গৌরসুন্দর সকলেরই গুরু; (গ) মনসিজ মানবের চিত্তে উদিত হইয়া চিত্তের প্রাকৃত ক্ষোভ জন্মায়, কিন্তু গৌরসুন্দরের উদয়ে সর্ববন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। এই সকল উপমা অসম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে প্রভুর শ্রীরূপের সাদৃশ্য সূচনা করিলেও সম্পূর্ণভাবে তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ। অতএব যামুনতটে গোপীগণ-বেষ্টিত অসমোর্দ্ধোপম গোবিন্দের বিহারই তদভিন্নবিগ্রহ গৌরের সর্বোৎকৃষ্ট সুষ্ঠু উপমা।।২৬৫।।

প্রভুর তেজো-দর্শনে তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য তুল্য বলিয়া কেহই বিচার করেন নাই। কেহ কেহ মনে করিতেন,—তিনি বিষ্ণুর অংশ, আবার কেহ কেহ বা মনে করিতেন,—ইঁহা-দ্বারা 'জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড়ের রাজা হইবেন'—এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্যের উদয়কাল উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ ইঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, ইনিই যে ভবিষ্যতে এককালে 'গৌড়ের রাজা' অর্থাৎ 'গৌড়ীয়েশ্বর' হইবেন,—এই কথার কখনও অন্যথা হইতে পারে না।।২৬৭-২৭০।।

শ্রীগৌরসুন্দর এতাদৃশী বিদ্যা-প্রতিভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, তিনি সাধারণের সমস্ত বিচারই খণ্ডন করিয়া অপর-পক্ষ-স্থাপনে সমর্থ হইতেন। সকলের বিচার খণ্ডন করিয়া তিনি পুনরায় পূর্ব-খণ্ডিত বিচারকেই স্বীয় প্রতিভাদ্বারা পুনঃসংস্থাপন করিতেন।।২৭২।।

ব্যঞ্জেন অহঙ্কার,—গর্ব প্রকাশ করেন।।২৭৫।।

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলীলা এরূপ আনন্দময়ী যে, তাদৃশ-লীলা-দর্শনকারী দর্শন করিলেও জীবের সংসারা সক্তি হইতে মুক্তি-লাভ ঘটে।।২৮২।।

জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য শ্রীব্যাসাবতার গ্রন্থকার সকলজীবকে আদর্শ দৈন্য শিক্ষা দিয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন,—'হায়! শ্রীগৌরসুন্দরের এরূপ অপ্রাকৃত-লীলার প্রকটকালে আমার ন্যায় ভাগ্যহীনের জন্ম না হওয়ায় আমার তাদৃশী আনন্দময়ী

স্বাভীষ্টদেব গৌরনারায়ণ-সমীপে তদীয় অনুরক্ত ভক্তবর গ্রন্থকারের তল্লীলা-সুখানুস্মৃতি-প্রার্থনা—

তথাপিহ এই কৃপা করে গৌরচন্দ্র!
সে-লীলা-স্মৃতি মোর হউক জন্ম জন্ম।।২৮৫।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক সর্বত্র স্বাভীষ্টদেবযুগলের কৈঙ্কর্য-লালসা—

স-পার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা-যথা।
লীলা কর',—মুই যেন ভৃত্য হঙ তথা।।২৮৬।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।২৮৭।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গস্য নগর-ভ্রমণাদি-বর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

লীলার দর্শন-সৌভাগ্য ঘটে নাই!' সাংসারিক জনগণ স্ব-স্ব-প্রাক্তন দুষ্কৃতি বা পাপের ফল ভোগ করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু ভগবৎপ্রকট-সময়ে জন্ম ঘটিলে, এতাদৃশ হেয় জন্মেও তাহারা ভগবল্লীলা দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া যায়।।'২৮৪।।

আমি যখন গৌরলীলার প্রকটকালে জন্ম লাভ করিতে পারি নাই, তখন প্রভুচরণে ইহাই প্রার্থনা যে, আমার পরবর্তী সকল-জন্মেই যেন ভগবল্লীলাসমূহ আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া সৌভাগ্যের উদয় করায়।।২৮৫।।

যেস্থানে গৌর-নিত্যানন্দের প্রকটলীলার সহিত অনুচর ভক্তগণের উদয়, আমার জন্ম-জন্মান্তরেও যেন সেস্থানেই তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ লাভ ঘটে,---ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আমার প্রার্থনা।।২৮৬।।

ইতি গৌড়ীয়ভাষ্যে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।